সমাজবিভ্রাট

ও

কল্কি-অবতার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

শ্রীকিশোরীলাল বাগ্‌ছি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১৩৷৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

পাত্র ও পাত্রীগণ।

রাজা বিমলেন্দু

বিধুভূষণ (বৈজ্ঞানিক) নিধিরাম (ডাক্তার) নীলমনি (উকিল) হারাধন (মুন্সেফ)	নব্যহিন্দু ও রাজার বয়স্য।
ভূতনাথ (সম্পাদক) চতুরানন (বক্তা)	গোঁড়াহিন্দু।
শিরোমণি চূড়ামণি ন্যায়রত্ন স্মৃতিরত্ন বিদ্যানিধি	পণ্ডিত

গঙ্গারাম (ব্রাহ্ম)

মিষ্টর দাস (বিলেতফেরত)

গোবর্দ্ধন (মিষ্টার দাসের পিতা)

অন্যান্য নব্যহিন্দু, গোঁড়া ও পণ্ডিতগণ।

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীগণ। বসুমতী।

শীতলা, মনসা, ওলা ও অন্য দেবদেবীগণ।

যক্ষকন্যাগণ ও কনষ্টেবল।

বানর ও বানরীগণ।

ব্রহ্মা, সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মা।

ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী।

কল্কি, বৃহস্পতি, ধর্ম্ম ও অনুচরবর্গ ইত্যাদি।

পদ্যগুলি পড়িবার নিয়ম।

কথোপকথনে শব্দগুলির যেরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে। যেমন 'সমাজ' কথাটি স—মা—জ এ রূপ না পড়িয়া সমাজ্ এইরূপ পড়িতে হইবে। পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মত করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছত্রে ছত্রে মিল আছে, সে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে।

গল্পের আভাষ। (PLOT)

এ প্রহসনে গল্পের ভাগ বড়ই কম। সংক্ষেপতঃ, সমাজবিভ্রাট দেখিয়া পণ্ডিতগণ গোঁড়াগণের সহিত মিলিত হইলেন; অপর দিকে বিলেতফেরত, ও নব্যহিন্দুগণ এক ম্লেচ্ছাচারী রাজার সহিত যোগদান করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন সুরসিক সর্ব্বভুক পণ্ডিত রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যানিধি। পণ্ডিতগণ ও গোঁড়াগণ যে দিন রাজাকে ম্লেচ্ছাচার হইতে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাগানবাড়িতে গিয়া আক্রমণ করেন, সে দিন বিদ্যানিধি ও রাজা, বিলেতফেরত ও নব্য হিন্দুগণের সহিত খানায় বসিয়াছিলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ খানিক রাজা ও বিলেতফেরতের সহিত বচসা করিয়া, শেষে সেই সমিতিতে যখন বিদ্যানিধিকেও দেখিলেন তখন পরাজয় অনিবার্য্য দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। গোঁড়াহিন্দুগণ তাহাতেও হতাশ্বাস না দেখিয়া এক মহতী সভা ডাকিয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতার খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশটুকু জনসাধারণের প্রীতিকর না হওয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। পণ্ডিতরা খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত, এমন সময় শুনিলেন যে

রাজা বিলেত যাইতেছেন। এইখানে সমাজবিভ্রাট শেষ! এ দিকে ইন্দ্রদেব স্বর্গ হইতে প্রতাড়িত হইয়া, মনসাদি দেবদেবীগণ হিন্দুধর্ম্ম প্রচার সত্ত্বেও উপযুক্ত পূজা না পাইয়া, বঙ্গগণ রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, বানর বানরীগণ রম্ভাপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, ও বসুমতী পাপের ও অনাচারের ভারে ব্যথিত হইয়া, ব্রহ্মাদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা কল্কিঅবতার হইবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় অভিনয়ে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও তাঁহার কাছে পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলেতফেরতের বিচার হইতেছে।

স্থানে স্থানে দেব দেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায় নহে। এইখানির প্রধান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবীবিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য। কারণ হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের সহিত এত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট যে, একের কথা বলিতে গেলে অন্যের কথা অনিবার্য্য রূপে আসিয়া পড়ে। আর তাহা না হইলেও, বঙ্কিম বাবু ও দীন-বন্ধু বাবুর লেখনীপ্রসূত দেবদেবীবিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি করিতে শোনা যায় নাই এবং যখন "ছিঃ মা কালী তামাসাও বোঝ না" এরূপ রহস্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন এ দীনের দুই একস্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা 'রাগের কথা'। অতি বিশুদ্ধ হিন্দুও জগন্মাতাকে 'পাষাণী', শ্যামকে 'লম্পট' বলেন অথচ পূজাও করেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এ নাটকের রহস্যগুলি কি নিরীহ।

বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্ব-

শ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলেত-ফেরত এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

কোন চরিত্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি বা পত্রিকা উক্ত কথা কাহারও মুখে দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে শুদ্ধ কোন্ পক্ষ হইতে কি কথা বলা হইতেছে তাহাই দেখাইবার জন্য, উক্ত ব্যক্তি বা পত্রিকাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য নহে।

স্থান ও পোষাক।

প্রহসনের স্থান কলিকাতা। দৃশ্য ও পোষাক সমস্ত আধুনিক।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।৶	১৫	তাঁবোদর	তাঁবেদার
৩	২	চূড়ামণি	চূড়ামণিকে
৶	২১	যদিও	যদি ও
৯	৭	সবে	যবে
৯	২৪	ববং	বরং
১০	১২	কিরণমাথা তুলে	কিরণমাথা পাথা তুল্পে
১১	১১	ও	ত
১১	১২	হইতেই	হতেই
১[illegible]	২১	বয়	রয়
২৬	৮	সব	(বাদ দিতে হইবে)
৩১	১২	হরিশ বাবু	মহারাজ
৩১	২০	হবিশ বাবু	মহারাজ
৩৯	১২	মুরর্গী	মুর্গী
৪৮	২৭	নিষ্ক্রান্ত	(বাদ দিবেন)
৫৬	১৬	দেশ	দেশে
৬২	১৪	এক পালা	ভালো এক প্যালা
৬১	২০	ব্রাহ্মণ্	ব্রহ্মণ্
৬৪	১১	প্রস্তাবক রেছে	প্রস্তাব করেছে
৬৪	২১	বাকি	বাসুকি
৭৫	১২	তাড়িতে	তাড়িয়ে
৭৬	১৮	digestable	digestible
০৭	১[illegible]	Ventillation	Ventilation
৮৪	[illegible]	রূপে সোজ	রূপে সব সোজা
৯০	১৮	চতু	দাস
৯২	১১	Cholera	Chaliraয়
৯৪	২০	নিস্কাম	নিষ্কাম
৯৬	২১	হন্দু	হিন্দু
৯৮	১৭	শাস্ত্র জানে ?	কহি।—শাস্ত্র জানে ?
৯৮	১৯	[প্রকাশ্যে]	বৃহ।—
১০১	১৮	আর	তার
১০২	১৯	কড়াকড়ি	কাড়াকাড়ি

কল্কি-অবতার।
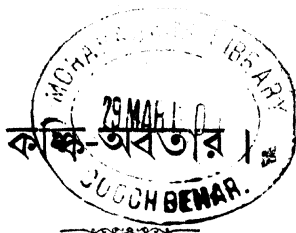
প্রস্তাবনা।

পাঠিকা ও পাঠক ! আমার এই নাটক—
প্রহসনই বলুন, পাছে 'না মিষ্টি না টক'
কোন এক রূপসী এ কথা বোলে, করেন রসিকতা ;
প্রহসনই বলুন—তা'তে দিবনাক আটক ;
—কথা নিয়ে মিছে তর্ক,—আপনাদের কাছে
এ দীনের গুটিকতক নিবেদন আছে।

প্রথমতঃ, গ্রন্থখানি সমাজের চিত্র।
হয়েছে অঙ্কিত তা'তে যে সব চরিত্র,
উদ্দেশ্য নয় এ প্রকার, যে ব্যক্তিবিশেষ,
লক্ষ্য করে তাঁরে করা ব্যঙ্গ কিম্বা শ্লেষ।
নিয়ে নব্য বঙ্গ করা একটু রঙ্গ
উদ্দেশ্যটা ; হোয়ে' পড়ে সঙ্গে একটু ব্যঙ্গ,
নেবেন ভালভাবে, তা'লেই চুকে যাবে ;

কেন নেবেন উড়োতর্ক নিজের নিজের ঘাড়ে;
বিবাদ বিসম্বাদ যতই করেন ততই বাড়ে।
বানিয়ে আহাম্মক, এ বিলেত ফের্ত্তা, ও ব্রাহ্মকে
বেরোয় কত পদ্য গদ্য,—নানা কথাও রটে;
তা'তে তারা মারা যায়?—না তা'তে তারা চটে?
এ জীবনে আমোদ প্রায়ই দেখি, না মদ
খেয়ে পাওয়া দুষ্কর (প্রবাদ); যদি তা না খাওয়া যায়,
(যেহেতু সে স্বাস্থ্যনাশক), আমোদটাও তার পাওয়া যায়,
মন্দই কি? না হয় একটুকু কাহায়
চড়ই দিলাম, কিম্বা দুটো গালই দিলাম, যা হয়,
ভাল, বন্ধুভাবে;—সে কি মোরে' যাবে?
—বন্ধুভাবে চড় কি গালে কাহারই বা অরুচি?
বেশ আমোদ হোল একটা বিনা বেশী খরচে।

দ্বিতীয়তঃ এখন, আপনারা দেখুন,
পড়ুন এই গ্রন্থ, আদি থেকে অন্ত;
দশ জন ডেকে নিয়েও আসুন; উপরন্ত,
—বইয়ের কোণা, ধার, মলাট করুন সব তদন্ত;
দেখ্‌তে পান কি না কোন স্থানে একটা শক্ত,
অন্যায়, কি দ্বেষবান্ মত অভিব্যক্ত।
আমার মত (সে যা'ই হোক)—এ নাটকেতে দেখান,
উদ্দেশ্যই নয়। "তবে এ জায়গায় এ কেন?"
"অমুক পাতে এ কথা বা কেন টেনে আনা?"
—হাঁ!—এ রকম প্রশ্ন, তর্ক হোতে পারে নানা।

হ'তে পারে ত উত্তরও এ প্রশ্নেরও বহুত্তরো ;
তার একটি এই—যে হাস্‌তে গেলে ভাই,
(এ নাটকের উদ্দেশুটা অনেকটা তাই)
'এটা বাচালতা', 'ওটা মিছা কথা',
এ রকম 'বাছবিচার' কর্ত্তে কিছু নাই ;
দরকার হয়ত একটুকু রং দেওয়াও চাই।

মানুষের কি রকম একটা গাম্ভীর্য্যের যে অভাব,
ঘুমোচ্ছে কেউ, গিয়ে (তার) নাকে কাটি দিয়ে
অর্থাৎ একটু কষ্ট দিয়েও হাসা তার স্বভাব।
কিন্তু তাই বোলে কারুর কাণ মোলে
দেওয়া উচিত ?—স্ত্রীর বোনরা তাহাই ছাড়েন কৈ ?—
যদিও ওটার আমি পক্ষপাতী নই।

আবার দেখুন যেমন, মানুষের কেমন
নিহিত দুষ্টুমি এ,—যে কেউ যদি ঘুমিয়ে
নাক ডাকায় ;—কিম্বা যদি কেউ বর্ষার কাদায়
পিছ্‌লে প'ড়ে বেশ একটু গোলযোগ বাধায় ;
(আর) দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি কেউ থাকে
উপস্থিত, একটু হেসে নেয়ই সেই ফাঁকে।
কিম্বা কোন ছেলে সারাদিন খেলে,
গল্প কোরে, দেরি কোরে, পাঠশালায় এলে,
গুরু ম'শয় বলেন যখন "বল্‌ত হতভাগা—
বলতো দেখি,—না বল্‌তে পারিস ত আগা

থেকে গোড়া পর্য্যন্ত পিটোব—বল্‌ত রে
'শিবের বাহন কি ?"—কিছু মনস্থ না কোরে,
সে যদি শুধু একটা দেরির ওজোর সুরু
কর্ত্তে গিয়ে, গেঙ্গ্‌রে গেঙ্গ্‌রে বলে—আ—আজ্ঞে গুরু—
গুরু—ম—শায়—" অমনি যা'রা একটু দুষ্ট ছাত্র,
আর গুরু ম'শায়ের নয় বিশেষ প্রিয়পাত্র,
চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ; সে হাসির চোটে
গুরুত নেই অথচ তাঁর দোষ নেই মোটে।

এই সব নিয়ে যদি কেউ গিয়ে
গল্প বানায় ; তা হোলে এ সিদ্ধান্তটি দোষবান্,—
যে সে এই মতাবলম্বী, ও মতে আক্রোশবান্।
শুধু একটু মজা করা (বিনা ভাঙ্গ মদ্যে)
মত প্রকাশ কর্ত্তে গেলে কর্ব্ব কি আর পদ্যে ?

তৃতীয়তঃ, মানি এ নাটক খানি
সনাতন প্রথাত্যাগী—প্রায় পদ্যের মতন ;
বিশেষ মিত্রাক্ষরে—বটে, এটা খুব 'নতুন'।
আবার মিত্রাক্ষরও কিছু নূতনতরো;—
অক্ষরের বিপর্য্যয় গরমিল হোল এ—
এ ছত্রটা তেরোয়, ওটা বিশে, সেটা ষোলয় ;
পূর্ব্বতন প্রথা হয়েছে অন্যথা
এরূপে ;—হাঁ অস্বীকার করি না এ কথা।
"গ্রন্থ কি পদ্যয় আগে বেশ চৌদ্দয়

চেনা যেত; কি প্রকার হোল আবার অন্ত এ?
বেল্লিকামি, বেয়াদবি, বে-আক্কেলি সন্তঃ এ;
এখন পদ্যের মাত্রাবোধ কি কাণের উপর বিশ্বাস!"
হয়ত বল্‌তে পারেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
এর উত্তর "ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ
হোতে পারে, কিন্তু পড়্‌তে স্বাভাবিক নিঃসন্দো';
থাক্‌লই বা একটু খানি বেল্লিকামির গন্ধ।"
এর উত্তর এও—"যেটা অভিনেয়
সেটা কতক গদ্যের মত তৈর করাই শ্রেয়ঃ;
নির্দ্দোষ ও কড়া ছন্দোবন্ধ প্রতি মাত্রায়,
আবশ্যক নেই কথায়, থিয়েটরে, যাত্রায়।
তবে গদ্য থেকে দেখ্‌বেন প'ড়ে একে,
এটা অনেক ফারাক—অর্থাৎ শুন্‌তে একটু মিষ্ট;
যেখানে তা হয়নি তা সে আমার দুরদৃষ্ট।"

আরও একটি কথা "নাটকের প্রথা
নয় যে কর্ব্বেন গ্রন্থকার দীর্ঘ ও প্রশস্ত
ক্রিয়াযুক্ত মত ব্যাখ্যা;—এও একটা মস্ত
বেয়াদবি" হোতে পারে—কেউ এরূপ ক'তে পারে—
কিন্তু বোধ হয় তাঁরা এটা জানেন নাক যে 'আদবেই'
আমি এরূপ মত প্রকাশ মানি নাক 'বেয়াদবি'।
এই যেমন, একা ভাবা, স্বপ্ন দেখা
স্বপ্নে মরা, ওড়া, ধন ও স্ত্রী লাভ হয় সবারই;
(হয়ত কারো' কারো' কারণ নেই এরূপ হ'বারই;

কারো কারো আছেও ত, আর মরা বাঁচাও ত
অনেক সময় নির্ভর করে এই স্বপ্নের উপরে)—
কেউ আবার এরূপ স্বপ্ন দেখে দিনে দু'পরে।
এখন তার চেঁচিয়ে ভাব্‌তেই হবে; কিম্বা সেই
স্বপ্ন ব্যক্ত কর্ত্তেই হবে; এরূপ কড়ার নেই।
(আর) দীনের মতে তারে লেথা যেতেও পারে;
বিশেষ যথন প্রাসঙ্গিক করে কিছু ব্যাখ্যা;—
না দেন ত নাই দিলেন এরে নাটক আখ্যা।

পাঠক ও পাঠিকা, কল্লাম এ যা টীকা,
দিবেন আমার 'মেফে'; হাসি রাথেন চেপে,
ভালই; না রাথেন যদি আরো ভালো, কারণ
আমারও সেই উদ্দেশ্য—তায় করি না নিবারণ।
শুধু এক কথা শেষে বোলে হই বিদায়
(লাথ কথার এক কথা);—হবেন নাক নিদয়
এ দীনের প্রতি; তাঁবোদর অতি
বেচারী; আর আপনারা গরিবের মা বাপ;
এ বালক নাটক থানি কর্ব্বেন নাক 'কাবাব'।

প্রথম অভিনয়।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—শিরোমণির বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত। দক্ষিণ জানু উঁচু করিয়া তদুপরি দক্ষিণ বাহু প্রসারিত রাখিয়া শিরোমণি ; ও সম্মুখে উপড় হইয়া চূড়ামণি আসীন]

শিরোমণি। [হতাশভাবে চূড়ামণির মুখের দিকে তাকাইয়া
সমাজ আর টেঁকে না যেরূপ গতিক দেখি।

চূড়া। [মাথা নাড়িয়া] নাঃ কোনমতেই না—কেমন করেই টেকে ?
একে, বহিছে ইংরাজি শিক্ষার খরতর স্রোত ;
তদুপরি প্রবল বাত্যা--থাকে না আর পোত।

শিরো। বিষম সঙ্কট [নস্য গ্রহণ]

চূড়া। শুধু সঙ্কট ?—বাত্যাবিঘূর্ণিত
জীমূত পটলযোগে—প্রলয় উপস্থিত।

শিরো। উপায় ?

চূড়া। [নস্য লইয়া] উপায় আর কি ?—মহা কলির আবির্ভাব
ইষ্টদেবের নাম জপ ; যত দিন এ পাপ
না ঘুচান অবতীর্ণ হয়ে' দেব কল্কি ;
ঘুচাতে এ মনুষ্যের সাধ্য কি,--বল্ কি—

[বিদ্যানিধির প্রবেশ]

বিদ্যা। [উচ্চস্বরে] কৈ শিরোমণি মশায় কৈ ?—বাঃ এই যে

[চূড়ামণিকে ঠেলিয়া] কি উভয়ে ধ্যান হচ্ছে হে ? কথা নেই যে।

শিরো। [মাথা হেঁট করিয়া]

আর কি ভাই মাথা মুণ্ডু—সমাজ টেঁকে না।
তাই ভাবছি ভাই, আর সমাজ টেঁকে না।

[দীর্ঘ নিশ্বাস]

বিদ্যা। তা বটে তা বটে। তবে কর্ব্বেন নাক রোষ,
এত—ওর নাম কি—সব আপনাদেরই দোষ।

উভয়ে। [সাগ্রহে] কিসে কিসে ?

বিদ্যা। কিসে ? এত আপনাদেরই শ্রাদ্ধ
গড়াচ্ছে ;—দেখুন দেখি, এমন সুখাদ্য
কুক্কুট—তা ছেড়ে কি না শুক্‌নো পাঁটা আহার !
কল্লেন যে এ ব্যবস্থাটি—এ দোষটি কাহার ?

শিরো। ও যে ম্লেচ্ছে খায়, ভাই—কুক্কুট ও পেঁয়াজ
খেলে যদি হিন্দু তবে পড়ুক না নেওয়াজ ;

চূড়া। মুসলমান হ'তে তবে বাঁকি রৈল কি আর ?

বিদ্যা। [হাত নাড়িয়া] কি আর ? তোমার মাথামুণ্ড !—শোন
বলি এয়ার,

মুরগী মানুষের খাদ্য করেছেন যে ব্রহ্মা,
প্রমাণ তার দিব খুব চওড়া ও লম্বা।

চূড়া। ওঁ বিষ্ণু ! বিদ্যানিধি তুমি নিশ্চয় যবন,
অথবা খেয়েছ তুমি তাহাদের লবণ ;

শিরো। আচ্ছা শুনুনই দেখি—কি দেয় ও প্রমাণ—

বিদ্যা। [মাদুর চাপড়াইয়া]

প্রমাণ !—প্রমাণ দেব আমি হিমালয় সমান ;

প্রথমতঃ, দেখুন, পাখা দিয়াছেন বিধি
সব পাখীর।—দেন নি কি ? [চূড়ামণি ধাক্কা দিলেন]

চূড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যানিধি,
বটে বটে।

বিদ্যা। [মুখ নাড়িয়া] কেন ? [মাদুরে টোকা দিতে লাগিলেন]

চূড়া। [মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া] বোধ হয় উড়িবার জন্য।

বিদ্যা। [উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া চূড়ামণিকে প্রণাম করিয়া]

চূড়ামণি মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য।
আচ্ছা—পাখা দিয়াছেন মুরগীরও ;—নয় ?
দেন নি কি ?—বলুন্‌ত দাদা মহাশয় [শিরোমণিকে]

শিরো। [একটু বিমনা হইয়া] অবশ্য অবশ্য।

বিদ্যা। তবে পারে না কেন উড়্‌তে ?
বলুন দেখি কেন ? [কঠিন সমস্যাসূচক ঘাড় নাড়িলেন]

উভয়ে। কেন ?

বিদ্যা। [মাথা ঘুরাইয়া] হঁঃ হঁ—পাল্লেন নাক ফুঁড়্‌তে
এই প্রশ্ন দাদা মশয়—হঁঃ হঁ চূড়ামণি,
সোজা কথা—এর উত্তর—ওর নাম কি—ননী ?
খাওয়ার মত সোজা।—তবে বলি, বলি এ—
এ—এ—এটি বিধাতার সঙ্কেত ; বাঃ তলিয়ে
বুঝছেন না ? তিনি দিলেন মুরগীরে এ লক্ষণ,
অর্থ—[সভঙ্গি] মানুষ তারে কাট এবং কর ভক্ষণ।

[উভয়ের হাস্য]

বিগ্বা। নইলে সব পাখী ওড়ে—মুরগী পাখা থেকেও
উড়্‌তে পারে না বা কেন ? বোঝাতে হয় একেও ?
চূড়া। [নস্ত লইয়া] কিঞ্চিৎ কূট বটে।
বিগ্বা। দেখুন আরো ; দ্বিতীয়তঃ,
কুক্কুটের মাংস কেন বিধি কল্লেন অত
রসাল ও মধুর ?
শিরো। [আশ্চর্য্য] হঁ্যা !! সে কি তুমি তবে
খাও বুঝি !—
বিগ্বা। [ঘাড় চুলকাইয়া] তা কি বল্‌ছি—জানি অনুভবে।

[বাচস্পতি, স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন ইত্যাদি
পণ্ডিতের প্রবেশ।]

বিগ্বা। [হাত বাড়াইয়া] আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ হেঁ হেঁ।
স্মৃতি। বস্‌তে আজ্ঞা হোক,
বাচ। কি হচ্ছে সব ?—বিদ্যানিধি লাল কেন চোখ ?
এই যে শিরোমণি ম'শয়—একবারে কোণে ?
কচ্ছেন কি ? [উত্তর না পাইয়া] এতই যে চিন্তাকুলমনে ?
বিগ্বা। কর্ব্বেন আর কি ? কেন দে'ক করেন এঁকে ?
ইনি ভাব্‌ছেন সমাজটা টেঁকে কি না টেঁকে।
স্মৃতি। কেন ? সমাজ হয়েছে কি ?
বিগ্বা। [ঘাড় চুলকাইয়া] নাঃ হবে আর কি,
তবে কি না, যায়।—তা সে গেলেই বা কার কি ?

ন্যায়। যাবে কি হে? কত ধর্ম্ম এল গেল আবার,
এ ধর্ম্ম কি যায় বাপু—এ ধর্ম্ম কি য'বার?
[অন্যান্য পণ্ডিতেরা হেঁ হেঁ করিলেন ও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন]
বিদ্যা। স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন মিছামিছি আর, [বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া]
নব্যসম্প্রদায়ের কাছে টেকেন না এবার,
জানেন? রাজা—ওর নাম কি—বিমলেন্দ্র রায়,
আসচে দুর্গোৎসবে—হুঁ হুঁ—সপ্তমী পূজায়,
দিচ্ছেন সাহেবদের ডেকে ভয়ঙ্কর খানা;
খাদ্য সব হবে এক হোটেল থেকে আনা;
আস্চে শ্যাম্পেন—(দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি হেলাইয়া)
সোমরস কোথায় বা লাগে?
এমন সুধা দেখেনি কেউ আর্য্যাবর্ত্তে আগে।
সকলে। (সাগ্রহে) বটে বটে? তা'লেই ত সঙ্কট এবারে,
বাচ। চল যাওয়া যাক্ গিয়ে বোঝাইগে তাঁরে—

[হরির মালা হস্তে, দীর্ঘ টিকীসমন্বিত, গলদেশে মালাসুশোভিত গুম্ফদাড়িবিবর্জ্জিত, নামাবলি উত্তরীয় পরিধেয়ী গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

[শিরোমণিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম]
শিরো। এই যে শিষ্য যে। কি হে গোবর্দ্ধন দাস!
দীর্ঘজীবী হও।
গোবর্দ্ধন। [দন্তহীন কম্পিতস্বরে] গুরো আজ সর্ব্বনাশ,
অভয় দেন, অভয় দেন।

শিরো। কেন? হয়েছে কি?

গোব। আর হয়েছে কি? গুরো আঁধার জগৎ দেখি;
আমার বৃদ্ধের এক পুত্র হরিহর দাস
নিরুদ্দেশ হয়েছিল। পরে কত মাস
কোন খোঁজ পাইনি কোরে বিবিধ তল্লাস।
পরে এক দিন চিঠি এল হঠাৎ—কি না—লম্পট
বুড় বাপের টাকা ভেঙ্গে বিলেতে চম্পট!!!
এত দিন তা ভাঙ্গিনি; ওঃ দয়াময় হরি!—
কাল যে সে বাড়ি ফিরছে; এখন কি করি?

[কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

সকলে। এঁ্যা এঁ্যা বল কি গো!

[আশ্চর্য্যে পরস্পরের মুখাবলোকন।]

গোব। আর মাথামুণ্ড গুরো!
কি বল্‌বো! বৃদ্ধ বয়েস—যজ্ঞেশ্বর খুড়ো
ঠিক বলেছিল, বেটা কালি দেবে কুলে,
—দীনবন্ধু—গুরো আপনি শাস্ত্রফাস্ত্র খুলে,
কোরে দি'ন একটা যাহোক ব্যবস্থা, যাহাতে
প্রায়শ্চিত্ত কোরে টোরে উঠ্‌তে পারে জাতে।
—হরিহে, দীনবন্ধু—দুর্গা—শিব শিব [মালা জপন]

শিরো। তাইত, তাইত, এর ব্যবস্থা কি দিব।
যেত যদি রেঙ্গুন মেঙ্গুন, খেত ঘরে বসে'
যা খুসী তাই, দেখা যেত; কিন্তু শিষ্য দোষ এ
একটু বিশেষ গুরুতর;—বিলেত যাওয়া; আর
বিশেষতঃ, সাত সমুদ্র তের নদী পার;—

এর প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না দেখ্‌ব সেটা ;—
আচ্ছা কুলাঙ্গার !—এমন ভালো মানুষের বেটা
এমনও হয়।

গোবর্দ্ধন। [উঠিয়া] দেখবেন গুরো এর ব্যবস্থাটা
দিতে পাল্লে, যথাসাধ্য, একশটি পাঁটা,
বিশটা মো'ষ গুণে মায়ের পায়ে নিবেদিব ;
আর আপনাদের জানেন সবই,—দুর্গা—শিব—
দেব প্রতি জনে, জানেন আমার কথা খাঁটি,
এক এক শ টাকা আর রূপোর থালা বাটি।

সকলে। [হর্ষে, পরস্পরের মুখে সহর্ষে চাহিয়া] নারায়ণ !
[মুখ অবনতকরণ]

শিরো। আচ্ছা যাও, দেখ্‌ব ভালো কোরে,
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা—এখন যাও ঘরে ;
[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান]

বিদ্যা। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বী এই—কত যে এঁর পেটে—

সকলে। যাক্ যাক্ দরকার কি আর ওসব কথা ঘেঁটে ;

স্মৃতি। শিরোমণি ভায়া, একটা শীকার পেলে ভালো,
কিছু গাঁটে আস্‌বে।

শিরো। হাঁ হাঁ শীকারটা জাঁকালো
বটে, কিন্তু ভাই এ সব কলিকালের ছেলে,
প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বে নাই বা যদি ব'লে ফেলে।

বাচ। তা'লে কর্ব্ব একঘরে।

বিদ্যা। ক'রে ভারি লাভ হে।

ফিরে এসে রোষ্ট চপ্ বেশী করে খাবে।

শিরো। তা বটে। এখন ও সব একঘরে করে'
লাভ নাই। ইংরেজমুলুক, খাটে না ত জোর হে;—
বল্‌তে কি সত্যি কথাটা নিজেদের মধ্যে,—
হিঁদুয়ানির অবস্থাটা, বল্‌বে সব বৈদ্যে,
দাঁড়িয়েছে খারাপ; দেখ, আসল পাপ সব বাদ্ দিয়ে,
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে;—
আরও সেটাও একরকম ম্লেচ্ছের উপর ক্রোধে;
যেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ।
মুরগী, পেঁয়াজ, দাড়ি রাখা ইত্যাদি নিষিদ্ধ
মোসলমানী বোলেইত—যারা কৃতবিদ্য
তারা এ সব মানবে কেন! [চিন্তা]

চূড়া। [হতাশভাবে নস্য লইয়া] কূটপ্রশ্ন, কূট!

শিরো। আমার বোধ হয় হিঁদুয়ানীর একটু ছাট ছুট
দরকার হচ্ছে। এই দেখুন বিলেতযাত্রা এ ত
লক্ষণটা ভাল নয়; দু এক জন যেত
না হয় যেত;—সবাই গেলে কাকে নিয়ে থাকি;
তা'লেই একঘরে হ'ল যা'রা রৈল বাকি।

চূড়া। হা হতোস্মি [নস্যগ্রহণ] তবু আর্য্য ঋষিগণের কথা—
আর সত্যযুগের সব সনাতন প্রথা—[নস্যগ্রহণ]

বাচ। আচ্ছা, আপাতত: এক পরামর্শ আছে;
ভূতনাথ খুব গোঁড়া হিঁদু, বক্তা, তার কাছে
যাওয়া যাক্। সে যদিও নব্যহিন্দুদলে
আমাদের হ'য়ে দুকথা বুঝিয়ে বলে।

[পণ্ডিতদিগের গীত]

ঐ সে দিন নাইরে ভাই আর সে দিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সে দিন আর নাই ;—
ঐ ক্ষত্র হ'ক বৈশ্য হ'ক, শূদ্র হ'ক—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিতরে যবে ;
যবে গণ্ডূষে সাগরজল করিলাম পান ;
যবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগরসন্তান ;
যবে দ্বিজপদাঘাতচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি,
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হতেন শ্রীহরি।—
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া। *
ঐ সে দিন নাইরে ভাই আর সে দিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সে দিন আর নাই ,—
ঐ গেয়েছিনু যেই দিন সামবেদ গান ;
ঐ রচেছিনু যেই দিন দর্শন, পুরাণ ;
ঐ লিখেছিনু যেই দিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা ;
ঐ ম্লেচ্ছ মধ্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গোব্রাহ্মণে কর্ত্তে চায় জবাই।—
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।
ঐ সে দিন নাইরে ভাই আর সে দিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সে দিন আর নাই ;—
ঐ উঠে গেল যাগযজ্ঞ কলিকালের ফেরে ;
ঐ প্রণামও করে না শূদ্র দেখি ব্রাহ্মণেরে ;
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে, পাইলে সুবিধা,

---

* ক্রন্দনটি 'ই' নিশ্বাস ফেলিয়া ও 'য়া' নিশ্বাস টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

ঐ ব্রাহ্মণেরে জেলে দিতেও করে নাক দ্বিধা,
আর আমরাই তাদের করি নতশিরে 'সেলাম';—
ঐ কলিকালের মহাঘোরে—এবার আমরা গেলাম।
[একত্রে ক্রন্দন] ইয়া, ইয়া, ইয়া, ইয়া।

[ক্রন্দন করিতে করিতে নিষ্ক্রা'

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—অমরাবতী। কাল—রাত্রি। ইন্দ্র বসিয়া সুধা-পান করিতেছেন। চারিদিকে দেবদেবীগণ যথা-স্থানে আসীন। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছে। পার্শ্বে চিত্ররথ দণ্ডায়মান]

[অপ্সরাগণের গীত]

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা ফুলে
নিয়ে আয় তোর নূতন হাসি, গানের পাতা, গানের ফুলে।
বলে, পড়ি' প্রেমফাঁদে, তা'রা সব হাসে কাঁদে রে;
মোরা শুধু কুড়োই হাসি সুখনদীর উপকূলে।
জানি নাত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে রে;
মোরা শুধু বেড়িয়ে বেড়াই—নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি, তারার কিরণ, চাঁদের হাসি রে;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয় উড়িয়ে দে' এই এলোচুলে।

ইন্দ্র। বাহবা—বেড়ে [সুধাপান] বেড়ে [সুধাপান]

রম্ভা। [হাসিয়া] প্রভু! 'বেড়ে' ঐ গানটা না সুধাটা?

ইন্দ্র। এই সুধাটা অবশ্য বেশী বেড়ে! আহা আজকাল সোমরসই আর্য্য ঋষিগণ তৈর কচ্ছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিত্ররথ। প্রভু!—এটি সোমরসও নয়, আর্য্য ঋষিদিগের তৈয়ারও নয়।

ইন্দ্র। তবে এ কি?

চিত্র। এ বিলাতি মদ, নাম—Rum.

ইন্দ্র। উর্ব্বশী! এ কি ইংরাজি সুরা?—হতেই পারে না।

উর্ব্বশী। না, তাও কি হয় প্রভু!—রময়তি ইতি রম্ (Rum) ইংরেজেরা শুধু আর্য্যাবিগণের মদগুলোর নাম ইংরাজি করে নিয়েছেন মাত্র। এই যেমন Champagne, কি না সোমপানীয় অর্থাৎ সোমগন্ধম্। Beer বীরার অপভ্রংশ বৈ আর কি? Madeira আর মদিরা একই; আর Sherryও দেখাই যাচ্ছে সুরা ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না। দেব বৃহস্পতি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

সকলে। বাঃ বাঃ কি গবেষণা! বাঃ—

[চিত্ররথের প্রতি হৃৎশোষী দৃষ্টিনিক্ষেপ! যাহাতে চিত্ররথ এক বারে মুষ্‌ড়ে গেলেন]

ইন্দ্র। আমি ত তাই বলি। ঋষিরা নইলে কি কেউ এমন মন্ত্র তৈর কর্ত্তে পারে। অতএব যখন ঋষিদিগের মান্য অক্ষুণ্ণ রৈল, তখন নর্ত্তকীকুল, পুনরায় গাও—

[অপ্সরাদিগের নৃত্য ও গীত]

প্রেম যে লো মাখা বিষে জানিতাম কি তায়
তা' হ'লে কি পান করে মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

ইন্দ্র। বহুৎ আচ্ছা। আহা! আর্য্যঋষিগণ কি স্বর্গটাই করে ছিলেন! মরে' আছি, বুঝলে উর্ব্বশী—মরে' আছি।

উর্ব্বশী। হ্যাঁ, তা বটেইত।

[বেগে বসুমতীর প্রবেশ]

বসু। দেব! ধরাতলে ঘোর অরাজকতা। একটা উপায় বিধান করুন, উপায় বিধান করুন।

ইন্দ্র। [চমকিয়া] কেন? কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বসু। প্রভো, প্রথমতঃ পণ্ডিতেরা আমাকে যাহোক্ বাসুকির স্কন্ধের উপর থাকবার একটা ব্যবস্থা করে' দিইছিলেন। বাসুকি কিন্তু আজ মোটে সে কথা আমলই দেয় না। বলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসারে তাহার স্কন্ধে আমার কোন প্রকার মৌরশী দাবী নাই। সেত পালিয়েছে। আর, নিরুপায় ভাবে আমি এখন শূন্যে ঝুলছি।

ইন্দ্র। [বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে] ঝুল্‌ছ কি রকম!

বসু। আজ্ঞা হাঁ ঝুল্‌ছি—এক অলক্ষিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে শূন্যে ঝুল্‌ছি—এখনকার বিজ্ঞান এই বল্‌ছে। শুধু তাই নয়, আবার সূর্য্যদেবের চারিদিকে ঘুর্‌ছি শুন্তে পাই।

ইন্দ্র। সেটা একটু অসুবিধাকর বটে। [মস্তক কণ্ডুয়ন]

গ্রহগণ। [উঠিয়া] প্রভু, আমরা গ্রহগণ, আমাদেরও সেই দুর্দ্দশা! বিজ্ঞান বল্‌ছে, আমরাও সূর্য্যের চারিদিকে ঘুর্‌ছি। হয় এর কিছু প্রতিবিধান করুন—নয় আপনার চাকরিতে ইস্তফা [হাত দিয়া ইস্তফা দিলেন]। আমরা

ঘুরব, আবার এখানে হাজিরিও দেব, এ ত পেরে উঠিনে।

চন্দ্র। [উঠিয়া] আর আমি হলেম চন্দ্র, আমাকে কিনা ঐ অপদার্থ বসুমতীটাকে পরিক্রমণ কর্ত্তে বলে। আমি ইন্দ্রের সুধাভাণ্ড বহন করি—আমাকে কি না একটা মেয়ে মানুষের আঁচল ধরে' বেড়াতে বলে। উপরন্তু বলে আমি একটা মরা উপগ্রহমাত্র, এ অপমান অসহ্য ;—অসহ্য।

দেবদেবীগণ। [উঠিয়া কোলাহল করিয়া] আর আমাদের 'মিথ' (myth) ব'লে উড়িয়ে দিতে চায়। আমরা এই আপনার স্বর্গ ছেড়ে চল্লাম [উত্থান] এই রইল আপনার অমরাবতী, করুন আপনি রাজত্ব।

ইন্দ্র। আরে রোস রোস, ব্যস্ত হও কেন? কি বল্‌ছ, মোটেই আমার মাথার মধ্যে সেঁধোচ্ছে না।—কে উড়িয়ে দিতে চায়?

সকলে। এই ইংরেজরা ; আবার কে? হিঁদুরাও এই সব বিশ্বাস কর্চ্ছে।

ইন্দ্র। এ ইংরেজরা কারা?

বসু। তা'রা একদল নূতন দ্বিহস্তপদবিশিষ্ট অদ্ভুত দৈত্য। আর বল্‌তে ভয় হয় প্রভু, তারা আপনাকে রাজ্যচ্যুত কর্ব্বার প্রস্তাব কচ্ছে। বল্‌ছে, আপনি এ স্বর্গশাসনে অযোগ্য। তা'রা একথাও বল্‌ছে, যে আপনি একটি সুন্দর খাদ্য।

ইন্দ্র। [সভয়ে]—এঁ্যা—আমি—খাদ্য?—কা'র খাদ্য?

বায়ু। 'আপনি' অর্থ, আপনার রাজ্য। অতএব আপনি যখন খাদ্যই, তখন ভালুকের খাদ্য না হ'য়ে সিংহের খাদ্য হ'লে, আপনার মান অনেকটা বজায় থাক্‌বে। তাই, আপনার হিতৈষিতাপ্রণোদিত হ'য়ে—

ইন্দ্র। [উঠিয়া সক্রোধে] বজ্র কোথায়? বজ্র!—

[বজ্রের প্রবেশ]

বজ্র। আজ্ঞা প্রভু মাপ কর্ব্বেন। আমি আর নেই।

ইন্দ্র। [সাশ্চর্য্য] সে কিরূপ! নেই!—

বজ্র। কৈ আর আছি। ইংরেজরা বল্‌ছে যে, আমিও যে বিদ্যুৎও সে। আমি চল্লুম—[প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্র। শোন শোন। না হয় তুমি বিদ্যুৎই—

বজ্র। না, আমি কিছুই না। বুঝ্‌লেন না, বিদ্যুৎই আছে, আমি নেই।

ইন্দ্র। সেকি! আচ্ছা বিদ্যুৎ কোথায়?

বজ্র। Franklin সাহেব ঘুড়ি উড়িয়ে তা'কে ধরে' নিয়ে গিয়েছে। সে এখন Eden Gardensএ আলো দিচ্ছে। [প্রস্থান]

ইন্দ্র। আচ্ছা আমি যাচ্ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে, দেখি—এর প্রতিবিধান আছে কি না। বজ্রও আমাকে ত্যাগ কল্লে।

বায়ু। [সব্যঙ্গস্বরে] আর এক বজ্র নিয়ে কর্ব্বে কি? ইংরেজরা যে Maxim gun করেছে—মিনিটে ৫০০ বার আওয়াজ হয়।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] এঁ্যা—

অগ্নি। "এঁ্যা" কি ?—ঘুমোও, তুমি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও—কেবল দিবারাত্র রম্ভা আর উর্ব্বশী—উর্ব্বশী আর রম্ভা—ঘুমোও—

ইন্দ্র। আচ্ছা দেখ্‌ছি ব্রহ্মাদেবের কাছে গিয়ে—

বায়ু। তাঁর কাছে যাবে কি, ইংরেজরা তাঁকেই বড় মান্‌ছে !

ইন্দ্র। [একবারে আকাশ থেকে পড়িয়া] এঁ্যা—

যম। বেটা সম্পদে শুধু সম্ভোগ আর বিপত্তৌ মধুসূদন। বীর ত ভারি, কেউ স্বর্গ আক্রমণ কল্লেই মার দৌড় ; বজ্রও গ্যাছে এখন কর্ব্বে কি। বেটাকে তুবা দিয়ে দেব নাকি।

অগ্নি। হাঁা মার বেটাকে। বেটা কাপুরুষের চরম।

ইন্দ্র। ওমা বলে কি সব, বজ্র কোথা ! [পলায়নোদ্যত]

সকলে। মার বেটাকে—

ইন্দ্র। ওরে বাবারে [পলায়ন]

সকলে। মার্ মার্ মার্ [পশ্চাদ্ধাবন ও নিষ্ক্রান্ত]

[নর্ত্তকীদিগের গীত]

ঐ যায় যায় যায়,—
পড়ে' এ, কলির ফেরে সবই যে রে—ভেঙ্গে চুরে ভেসে যায়।
ঐ যায়, ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথ চিৎ ;
ঐ যায়, দৈত্য রক্ষ:, দেব যক্ষ, হয়ে যায়রে মিথ্ (myth) ;
ঐ যায়, রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে ;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র ; দিবারাত্র টানাটানি তাঁরেও শেষে।
ঐ যায় ৮৪ নরক সপ্ত স্বরগ—এক সঙ্গে মিশি ;
ঐ যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ব্যাস নারদ ঋষি ;—

ঐ যায় গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি ;—
রৈল শুধু আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায় পুরাণ, তন্ত্র, বেদমন্ত্র, শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে ;
ঐ যায় গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম উড়ে ;
রৈল শুধু ডারুইন, মিল, আর গেটে শিলার—ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়ে
রৈল শুধু ভার্য্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

[নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য।

[স্থান—ভূতনাথের বহির্ব্বাটী। কাল—বৈকাল। ভূতনাথ, চতুরানন ও রাধা, শ্যাম, হরি ইত্যাদি গোঁড়া হিন্দুগণ একটি ফরাসে নানারূপে উপবিষ্ট। সম্মুখে হুঁকা, গুড়গুড়ি ইত্যাদি।]

চতুরানন। [হাই তুলিয়া] কাজ নেই, কর্ম্ম নেই,—কাঁহাতক কাটে
বসে আর হাই তুলে ?—সময়টা হাঁটে
ঠিক যেন সুঁয়োপোকা। বসে কিই বা করি !—

['তা না না না' করিয়া গানের সুর করণ

ভূতনাথ। করা'—তাইত। তামাক দেরে ;—তাকিয়াটা হরি
সরিয়ে দেও ত—[তাকিয়া গ্রহণ] তামাক দেরে—

হরি। [সস্মিতমুখে, বোধ হয় তিনি গত বাজি জিতিয়াছিলেন
আর একবার হবে ?

চতু। [বিরক্তভাবে] কি ? পাশা ?—কত খেল্‌বো ?

হরি। কি আর কর্ব্বে তবে।

[বিদ্যানিধির প্রবেশ ও ক্রমে উপবেশন।]

চতু। [সুর করিয়া] এস এস বঁধু এস, আধ ফরাসে বোসো;
কিনিয়ে'রেখেছি কল্‌সি দড়ি; (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতি নও, ঘোঁড়া নও,
যে সোয়ার করিয়ে ঘাড়ে চড়ি।
তুমি চিড়ে নও বঁধু, তুমি, চিড়ে নও
যে খাই দধি গুড় মেখে;
যদি তোমায় লেজ একটা দিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

শ্যাম। এস বাপধন এস—ভাব্‌ছিলাম বাবা,
সময় কি রকম কাটে—

বিদ্যা। ওঃ তাই নিয়ে ভাবা?—
পরনিন্দা কর না হে আধ্যাত্মিকভাবে
সময়টা সন্ধ্যাতক বেশ কেটে যাবে। [ধূমপান]

ভূত। [নিশ্বাস ছাড়িয়া]
এলে গিইছি পরনিন্দা করে' করে' নিয়ত;
গুড়গুড়িটা বিদ্যানিধি একবার সরিয়ে দিও ত।—
[বিদ্যানিধি তদ্রূপ করিলেন ও শুইয়া পড়িয়া
ভূতনাথের ধূমপান।]
বাকি আছে কে আর এই দুনিয়ার পারে,
অন্ততঃ তিন শ বার পাঠাইনি যারে
জাহান্নমে—

হরি। হাঁা একটা কথা গিইছিলাম ভুলে।

সকলে। [ব্যগ্রভাবে] কি ? কি ?

হরি। [হাসি চাপিয়া] ভারি মজা !—বল্‌ব ?

চতু। বল না হে খুলে।

হরি। [গূঢ়ভাবে] ফিরেছে বিলেত থেকে গোবর্দ্ধনের ছেলে।

[বিদ্যানিধি ভিন্ন সকলে] বটে বটে! ব্যস্‌ তারে দেও জাতে ঠেলে।

ভূত। গোবর্দ্ধনকে শুদ্ধ।

হরি। [করুণা প্রকাশক স্বরে] কেন, বেচারির কি দোষ ?

ভূত। দোষ ?—সমূহ দোষ ;—ওঠ—

[উঠিয়া চাদর গায়ে দিলেন]

বিদ্যা। [চাদর ধরিয়া টানিয়া] আরে বোস বোস ;

ব্যস্ত কেন ?

ভূত। [ক্রুদ্ধ স্বরে] কর তারে একঘরে—[উপবেশন]

চতু। [উত্তেজিত স্বরে] পুড়োক্

কোট পেণ্টেলুন—[হর্ষে তাঁহার প্রায় চখে জল আসিল।]

শ্যাম। গোবর খাক্—[অগ্রসর হইলেন]

রাধা। [অগ্রসর হইয়া ; সে শারীরিক ক্রিয়ায় একটি হুকার পতন] মাথা মুড়োক্—

ভূত। ঘোল ঢালুক্ [তাঁহার গায়ে আগুন পড়িয়াছিল, ঝাড়িলেন]

চতু। আর হোক্ সব ব্রাহ্মণদের ডাকা—

দেক রূপোর থালা আর এক এক শ টাকা।

ভূত। তা ত দেবেই।—নেব কি হে না করে' জখম—

শ্যাম। কর দলাদলি—[ফরাস চাপড়াইলেন]

রাধা। [তাকিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া] একটু পাকাপাকি রকম—

ভূত। হুঁঃ সময় কাটা?—ফুঃ—এও নিয়ে ভাবে?
এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।

হরি। দু দশ দিন?—একটি মাস কেটে যাবে বেশ।

চতু। এক মাস কি? একটি বছর।—এর শেষ
না দেখে ছাড়া হবে না—
[করাস চাপড়াইয়া] বিদ্যানিধি তুমি
দুনিয়ার খবর রাখ জুড়ে ভারতভূমি,
রাখনি ক বাড়ার পাশে জবর খবর হেন!

বিদ্যা। [তিনি এতক্ষণ প্রতি বক্তার পানে তাকাইয়া মুচকি হাসিতেছিলেন; রাখিনি কি তবে এটা ভূয়ো খবর
করাসে টোকা দিতে লাগিলেন।]

সকলে। [বিদ্যানিধির দিকে মুখ বাড়াইয়া] কেন?

বিদ্যা। [বিজ্ঞভাবে] কেন আর? তোমাদের এ মিছে গণ্ডগোল
সে ছেলে কি তেমন? ঢাল্‌বে তার মাথায় ঘোল!
অবিলম্বে—ওর নাম কি—তোমাদেরই মাথায়
ঘোল ঢালবে—ঘোল খাওয়াবে—পেলে পরে হাতায়।

সকলে। [ভীতস্বরে] সে কি গো!

বিদ্যা। [আদ্যবিশেষত্ব বুঝাইতে আগাইয়া বসিলেন]
একবারে সে তেরিয়া মেজাজ,
তার পূর্ব্বকার 'ইস্কুল ফেরেণ্ডরা' আজ
সকালে গিইছিলেন সব দেখা কর্ত্তে যেই;
সে বল্লে 'বাবু লোক কো বোলো, ফুরসৎ নেই';

কল্কি-অবতার।

ইরির মধ্যেই বাড়ীতে সে মহা হুলস্থূল,
লাগিয়ে দিয়েছে—বুড়ো বাপ্‌কে বলে 'ফুল্',
কারণ, সে বল্‌ছিল "বাবা প্রায়শ্চিত্ত করে'
আমার সোনার ঘরের ছেলে ফিরে এস ঘরে।"
—শিরোমণি গিইছিলেন—বোল্লেন কত বোঝায়ে—
কোরে দিল 'হুট্', ছেলে বুঝি বড় সোজা এ?
প্রায়শ্চিত্ত—ওর নাম কি—বল্লে—"আমি আগে
ছিলাম যে এ সমাজে ঘুন হয় না সে রাগে।"

ভূত। এঃ ছেলেটা গোল্লায় গেছে;

চতু। [তাকিয়া-হেলান দিয়া] একবারে অজ।

বিশ্ব। অজ না হে—ম্যাজিষ্টর—কবে হবে জজ।
সামলাও আগে—ওর নাম কি—নিজের নিজের শির,
কবে চেয়ে দেখবে নেই, তখন চক্ষুঃস্থির
আর কি—হেঁঃ—প্ [চুমকুড়ি]

সকলে। [ভীতস্বরে] কেন?

বিশ্ব। কেন আবার? তুলিয়ে
কোন্ দিন দেবে কারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে;

[সকলে স্ব স্ব মস্তকে হাত দিয়া তাহার অস্তিত্ব বিশ্বা
দৃঢ়ীভূত করিয়া লইলেন।]

বিশ্ব। প্রায়শ্চিত্ত কল্লে—ওর নাম কি—নিয়ে লাঠি
বাগান বাড়ীর জিনিষ পত্তর—সিন্দুক, তক্তা, পাটী,
তোষক, বালিশ, বাসন কুসন ফেলে দিচ্ছে টেনে;
বলে 'ল্যাজারসের' বাড়ী থেকে জিনিষ এনে

ঘর সাজাবে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে।

প্রায়শ্চিত্ত!—ভাল যে সে করেনি মেম বিয়ে।

শ্যাম। [ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া]—

তবেই ত; ফস্কে গেল সব মতলব সবার,

রাধা। ফস্কে গেল শুধু!—আর কথাটি নেই কবার;

ভূত। [হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িয়া]—

নেও কি কর্ব্বে কর। ফুরিয়ে গেল হুজুগ—

এখন সবাই নিজে নিজে নিজের কর্ম্ম বুঝুক্;

[গুড়গুড়ির এতক্ষণ অনাদৃত নল মুখে দিয়া টানিলেন ও নির্ব্বাণ কলিকা হেতু ধূম না পাইয়া ফেলিয়া দিলেন।]

হরি। কেন? গোবর্দ্ধনকে তবে কর না একঘরে।

বিন্ধ্য। বাপের পৃথক্ সাবেক বাড়ী আছে যে সে, হরি;

হরি। একটা কিছু করা চাই ত।—নইলে কি করি।

ভূত। [পুনর্ব্বার তুলিয়া নল মুখে করিয়া ও রাখিয়া]—

না না ওটা রেখে দেও, ওটা গেছে ফেঁসে;

আর কেউ কিছু জানো!—না সে ছেলে সর্ব্বনেশে,

বোঝা গেছে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে,'

চায় না প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে। সহানুভূতি কার হয় এ

বিলেত ফের্ত্তার সঙ্গে?—গেছে একবারে ব'য়ে—

চতু। আসে এরা সব এক এক হনুমান হ'য়ে।

ভূত। র'স না হে দিচ্ছি একটা 'আর্টিকেল' ঝেড়ে।

গোঁড়া হিন্দুগণ। হাঁ হাঁ দেও ত একটা—বেশ বলেছ হে,—বেড়ে!

[শিরোমণি আদি পণ্ডিতগণের প্রবেশ।]

শিরো। ওহে ভূতনাথ বাড়ী আছ?

ভূত। এই যে আসুন [সকলের যথারীতি প্রণাম]

শিরো। [সকলকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া] বিদ্যানিধি কোথ

থেকে?

বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] এই আমার অন্নপ্রাশন—

এঁদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এইছিলাম আমি।

স্মৃতি। নিজেই যে—

শিরো। না না এখন রাখো ফাজলামি—

আমরা এলাম জান্তে যে কি কোন উপায় আছে

যা'তে এই দুর্বিপাকে হিন্দুধর্ম্ম বাচে!

বাচ। তোমরা ত সব ইংরাজিতে এক একটি জজ,

বিদ্যা। আর হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানে এক একটি অজ;

শিরো। চুপ কর বিদ্যানিধি—বোধ হয় কি কারো,

হিঁদুয়ানীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারো?

ভূত ও চতুরানন [একত্রে সাগ্রহে] এখনই, এখনই; শুধু এই

চূড়া। সাধু সাধু। [নস্যগ্রহণ]

বিদ্যা। বেঁচে থাক বাপধন বেঁচে থাক যাদু।

এমনি একটা ব্যাখ্যা দেবে যা'তে অমনি সটাং

নব্য হিন্দু—ওর নাম কি—হয় চিৎপটাং।

ভূত। আমি প্রচার কর্ব্ব চকমকি, সাজি মাটি,

বল্‌ব গর্হিত সাবান আর দেশলাই-কাটি।

ইংরেজ, বিলেত ফের্ত্তাদের গাল' দেব ঝেড়ে.

বিদ্যা। অবশ্য যতক্ষণ 'পুলিস' না আসে তেড়ে।

চতু। আমি বল্‌ব এ জগতে হিন্দুরাই ধন্য,

আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে ইংরেজরা বন্য।

বিদ্যা। [ঘাড় নাড়িয়া] ই'তে যদি হিন্দুধর্ম্ম না বাঁচে, নিঃসন্দ',
হিন্দুধর্ম্মের কপালটা নিতান্তই মন্দ।

চতু। এ বিষয় প্রমাণ দিব মোক্ষমূলর থেকেই—
[আল্‌মারি হইতে একখানি কেতাব আনিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

স্মৃতি। হুঁঃ আসল শিক্ষা যা সে বলে একেই,

বিদ্যা। [মাথা কাৎ করিয়া] বইখান ধরেছ বাবা বেশী কাৎ করে,'
দেখ আধ্যাত্মিকতাটা গড়িয়ে না পড়ে।

শিরো। আচ্ছা তবে এখন আসি [উত্থান]

বাচ। দেখ সবাই দেখ,
হিন্দুধর্ম্ম কোনরূপে টেনে টুনে রেখ।

[পণ্ডিতদের প্রস্থান]

চতু। এ একটা মন্দ নয়, আধ্যাত্মিকভাবে
এখন দুই দশ দিন বেশ কেটে যাবে।

ভূত। আমারও কাগজে অনেক লিখ্‌বার জিনিষ হল,

হরি। কাগজও বেশ কাট্‌তি হবে। ওঠা যাক্ চল। [নিষ্ক্রান্ত]

[বিদ্যানিধির গীত]

বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে;
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে, [হাস্য]
ইংরাজ-তাড়াহত থতমত অকলস্থ স্থীর,
ও, ভূত ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর;
যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায়,
তখন ও হাসির চোটে বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়। [হাস্য]
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রীবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে—
একটু ইংরাজি পড়ে', কেহ চড়ে বিজ্ঞানের ঘাড়ে—

কোর্ট্তে এক ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া;
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভরে' ছেড়ে প্রাণের মায়া। [হাস্য]
নিয়ে কেউ বৈদ্যুতিকী পক্ক টিকি ভাগবত পড়ে;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে;
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরে হরির মালা;
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন—

[হাস্য ও দৌড়

চতুর্থ দৃশ্য।

[স্থান—কলিঙ্গা ষ্ট্রীট। কাল—প্রভাত।

মনসা, শীতলা ও ওলা আসীনা।

শীতলা। এবার ভোজ!

ওলা। দস্তুর মত ফলার!

মনসা। কৈ? আমি ত কিছুই দেখিনে।

শীতলা। আমি ত নিশ্বাস ফেল্‌বার অবসর পাই নে।

ওলা। নিশ্বাস!—আমি মর্ব্বার অবসরটুকু পাইনে।

মনসা। সেটা দুঃখের বিষয়। তা এ আর বেশী দিনের জন্যে নয় কল্‌কাতায় যে ডাক্তারের ধূম।

শীতলা ও ওলা। [একত্রে] তা'রা কর্ব্বে কি?

মনসা। কর্ব্বে আর কি!—তবে কল্‌কাতা সহরে এত রকম 'প্যাথি'র অধিষ্ঠান হয়েছে—কল্‌কাতায় যে মানুষ বেঁচে আছে, এইটেই বিস্ময়ের কথা।

শীতলা ও ওলা। হুঁঃ—তা'রা কর্ব্বে কি!

মনসা। নব্যহিন্দু সে ঘোরতর অনাধ্যাত্মিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন কলেরা হ'লে ওলাবিবিকে পুজো দিয়ে মরা অপেক্ষা, তবু ডাক্তার ডেকে বাঁচবার চেষ্টা করাটা লোকের এক রকম রোগ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

ওলা। এঁ্যা—সে কি গো!

মনসা। আর সাহেবরা 'ভ্যাক্‌সিনেশন' নামক এক প্রকার অবৈধ ছাই ভস্ম বের করে' বসন্ত লোপ কর্ব্বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শীতলা। সে কি বল!

মনসা। আমাদের শীঘ্রই বোধ হয় পথ দেখ্‌তে হচ্ছে।

শীতলা ও ওলা। সে কি?—তবে উপায়!

মনসা। উপায়—হিন্দুধর্ম্মপ্রচার ও ইংরেজ জাতিকে তাড়ান। অবশ্য, হিন্দুধর্ম্ম জাগ্‌লেই ইংরেজ আপনিই পলাইবে।

শীতলা ও ওলা। সে বিষয় সন্দেহ নাই; তবে ওঠ।

মনসা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মটা সাবেক আকারে পুনর্ব্বার খাড়া করা শ্রেয়ঃ নয়। ব্রহ্মা আদি দেবগণ যেরূপ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, সেইরূপই ঘুমোন্। তাঁদের জাগিয়ে কাজ কি?

শীতলা ও ওলা। [বিজ্ঞভাবে] ঠিক।

মনসা। আর আজ কাল তাঁদের খোঁজ খবরই বা রাখে কে। তাঁরা যদিও হলেন আমাদের ওপরে, কিন্তু তাঁদের চেয়ে লোকে এখন আমাদেরই বেশী ডরায়।

শীতলা। এই লাট সাহেবের চেয়ে লোকে যেমন পুলিশকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঐ রকম।

ওলা। কিম্বা যেমন রোদের চেয়ে লোকে তপ্ত বালিকে ডরায়।

মনসা। হ্যাঁ ঠিক্ ঠিক্।—সেই রকম। তাই বল্‌ছি তাঁদের ঘুমোতে দেও। আর কেউ যদি তাঁদের পূজো করেই, ত করুক, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য দক্ষিণাটি পেলেই হল।

উভয়ে। চল তবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করা যাক্।

মনসা। রোস, আমি অন্য দেবদেবীদেরও ডেকে নিয়ে সব আসি। [প্রস্থান।

শীতলা। বেশ বলেছে মনসা।

ওলা। বেশ বলেছে ভাই!

[ক্রমে ঢাক ঢোল চড়বড়ি ইত্যাদি বাজনা সহ নানা মর্ত্ত্য দেবদেবী লইয়া মনসার পুনঃপ্রবেশ।]

মনসা। এই বার চল আমরা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে বেরই।

[সবাদ্য গীত ; গাইতে গাইতে গমন।]

ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হো কার্ত্তিক গণপতি ;
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ;
আর শচী, উষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম ;—
ঐ সবই আছে ;—হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম।—
[কোরাস] ছেড়ো নাক এমন ধর্ম্ম ছেড়ো নাক ভাই ;
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম্ম নাই।
[বাদ্য] তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম্।
ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,

আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর;
হ'ন নিত্য নিত্য উদয় নব নব অবতার;
দাদা বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর।—
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]

আছে বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী, ময়ূর, পেঁচা, গাই;
আর তুলসী, অশথ, বেল, বট, পাথর—কি এ ধর্ম্মে নাই?
দেখ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক';
সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—কিছু যায় নি ফাঁক।—
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]

হয় ত্রিভুবন স্তব্ধ শুনে গাণ্ডীবের শব্দ;
আর হনুমানের বগলেতে সূর্য্যিমামা জব্দ;
আর গোপীসহ কুঞ্জে কেলি করেন কানাই;
দাদা অদ্ভুত আদি,—বীররস—তোমার বলনা কি চাই?
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি]

যদি চোর হও, ডাকাত হও—গঙ্গায় দেও ডুব;
আর গয়া, কাশী, পুরী যাও—পুণ্যি হবে খুব;
আর মদ্য মাংস খাও যদি হয়ে পড় শৈব;
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও;—এর গুণ কত কইব।
ছেড়ো নাক [ইত্যাদি] [নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য ।

[স্থান—রাজার বহির্বাটী। কাল—রাত্রি। চেয়ারে বিধুভূষণ, নিধিরাম, নীলমণি ও হারাধন ও অন্যান্য নব্যহিন্দু আসীন। সম্মুখে টেবিলে ডিনারের আয়োজন। নেপথ্যে মধ্যে মধ্যে পূজার বাজনার শব্দ পাওয়া যাইতেছে]

[নব্যহিন্দুদিগের গীত]

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে
আমরা Reformed Hindoos
আমাদের চেনে নাক যে
Surely he is an awful goose.
কেন না আমরা Reformed Hindoos.

It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food ;
কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা, 'ও'টা, 'সে'টা যখন we choose—
কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক ;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব superstitious ও obtuse
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali ;
করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে conversationএ use—
কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

মোটা তাকিয়ায় দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ ;
আর among friends সব ইংরেজ বেটাদের করি খুব hate ও abuse—
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ;
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists,
the Mohamedans, Christians & Jews—
কিন্তু বিয়ের পৈতের হিঁদু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage আর widow-remarriage
আমাদের খুব enlightened views,
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think
যে আমরা করি একটু বেশী drink ;

কিন্তু considering our evolutionএর state
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals we care a hang if you think,
তা'হলে yon are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চেন বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh ;
আমরা curious commodities, human oddities,
denominated 'the Baboos';
আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি কিন্তু কাজের সময় সব ঢুঁ ঢুঁ
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

[বিদ্যানিধির প্রবেশ]

বিধু। কি হে বিদ্যানিধি তুমি এত দেরি করে' !
নিধি। এতক্ষণ ছিলেন বোধ হয় আফিঙের ঘোরে ;
হারা। ও সব ছাড় বিদ্যানিধি—গাঁজা গুলি চরস্
এ সব চেয়ে হুইস্কি সোডা শতগুণে সরস ;
বিদ্যা। তা আর বল্‌তে !—তবে কি না নানান্ দলে মেশা,
তাই কাজেই কর্ত্তে হয় নানান্ রকম নেশা ;
[গ্লাসে সুরা ঢালিয়া পান]

[রাজার প্রবেশ]

রাজা। এই যে সব। কতক্ষণ ?—বিদ্যানিধি গুরু
কটি গ্লাস পার কল্লে ?
নিধি। এই সবে সুরু—
হারা। এখনও নতুন কি না ক্রমে বোতল স'বে।

বিধু। ক্রমে ও এক জন পাকা হুইস্কিখোর হবে।

রাজা। দাস কোথায়?—তাঁ'কে কাল ত invite করে এইচি।

নীলমণি। তা—ই—ত—[মস্তক কণ্ডূয়ন]

বিধু। তা তার সঙ্গে দু'একবার ত খেইচি।

নিধি। তা কেইবা টের পাবে?—বেশ খাওয়া যাবে বৈকি।

হারা। বিদ্যানিধি সহায় যখন, তখন আর ভয় কি?

বিদ্যা। হুঁঃ আজ কাল তাদের সঙ্গে কে'ই বা খায় না—

বিধু। তাদের সঙ্গে এ সব খানা খেলে 'জাত' যায় না।

রাজা। তার স্ত্রীটি, বিদ্যানিধি, দেখতে বড় খাসা।

বিধু। তাই তাঁর বাড়ী তোমার এত ঘন যাওয়া আসা—

রাজা। কিন্তু মিসেস্ দাস একটু বেশী bashful যেন।

হারা। আমাদের introduce করে' দেয় না কেন?

[দাসের প্রবেশ]

রাজা। এই যে দাস—[অভিবাদন]

বোস; না না,—এস, আমার এই

দু' এক বন্ধুর সঙ্গে introduce করে' দেই—

[দাসের সকলের সঙ্গে অভিবাদন]

রাজা। [নেপথ্যে চাহিয়া] এই জলদি খানা লে আও—

[নেপথ্যে] বহুত আচ্ছা—হুজুর।

[ক্রমে খানা আনয়ন ও সকলের খানা খাইতে আরম্ভ;

নেপথ্যে পূজার বাজনা]

দাস। [কাণে হাত দিয়া]

ওঃ কি barbarous এই বাজনা এ সব পূজোর!

বিলেতেতে হলে' এরে public nuisance
বলে' নালিশ চল্‌ত—well Rajah do you dance ?
রাজা। ভাল partner পেলেই আমি খুব ভাল নাচি,
বিধু। ভাল partner পেলে আমরাও নাচ্‌তে রাজি আছি।
দাস। [বিধু বাবুকে] Well, আপনারা শুনি তালগাছ সমান
Reformed ; কিন্তু তা'র দেন কৈ প্রমাণ ?
বিধু। কেন ?—টিকি নেই ; এত মুরগীর প্রভাব ;
কোট পেণ্টেলুন—তবু সংস্কারের অভাব !
স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এ সব নিয়ে অনিবার,
Speech দেই এমন কি প্রায়ই প্রতি শনিবার—
বিদ্যা। অমন অমন 'লেক্‌চর'—হুঁঃ, শুনি আমি ঢের,—
নিজের স্ত্রীকে বন্ধ করে' পরের স্ত্রীকে বে'র।
নিধি। সে আর বেশী দিন নয় ; স্ত্রীরা এখন খুঁজে
নিজের নিজের পোঁটলাপুঁটলি নিচ্ছে বেশ বুঝে।
হারা। দুদিন পরে বাড়ী থেকে মেরে ধরে' ভাই—
স্বামীদের তাড়িয়ে না দিলে বেঁচে যাই—
রাজা। এতদূর না কি ?—বিদ্যানিধি,—খাচ্ছ কৈ ?
বিদ্যা। এই যে খাচ্ছি বৈকি—এই খানসামা—ঐ
—ওর নাম কি—শ্যাম্পেন আর এক গেলাস ঢালো ;
বিধু। যাই বল, বিদ্যানিধি লোক অতি ভালো।
নীল। ভাল বোলে' !—বল্‌তে গেলে এ ত ওঁরই জোরে
খাচ্ছি আমরা এই সব এত সাহস করে'
নিধি। তাইতেই ত ওঁরাকে এ দলে মিশিয়ে নেওয়া।
বিদ্যা। [সগর্ব্বে] খাও দেখি, কে কি বলে ; নেই 'কুছ পরেওয়া

নীল। শুনছি চতুরানন না কি আজ কাল ভারি
হিঁদুয়ানী প্রচার কচ্ছে; কাল মহা জারি
করে' বলেছে যে সব যা'রা মুর্গীখোর
তাদের হুঁকোয় তামাক খাবে না।

দাস। [ব্যঙ্গস্বরে] উঃ কি কঠোর!

নীল। আর, বিলেত ফের্ত্ত্ আর ব্রাহ্মদের নাম ধরে'
ভূতু অনর্গল গাল দিচ্ছে ভারি জোরে।

বিদ্যা। আরে ছুৎ—ওর নাম কি—এ মুর্গী বিপাকে
আর কি ও পচা তাদের হিঁদুয়ানি থাকে!
কেন ভয় কর; যত পার খাও ছাই,
তার পর আমি আছি—কুছ্ পরোওয়া নাই।
[নেপথ্যে সিঁড়ি হইতে] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন।

বিদ্যা। [চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া] মরেছে রে—ঐ
তারাই আবার [ক্রন্দনস্বরে] ও সাহেব কোথায় লুকোই।
[বিদ্যানিধি টেবিলের নীচে লুকাইতে গেলেন, তাঁহার লম্বা শরীর তাহার মধ্যে ঢুকিল না; তিনি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন]

নীল। লুকোবে কি তুমি? তুমিই আমাদের ভরসা।

বিদ্যা। [দৌড়াদৌড়ি] বল বুদ্ধি ভরসা, সব কারে পড়্‌লেই ফরসা।
[নেপথ্যে] হরিশ বাবু বাড়ী আছেন? [দরোয়ানের সহিত তর্ক]

বিদ্যা। [বিকৃত স্বরে] না গো বাড়ী নাই—

হারা। [চেঁচাইয়া] হ্যাঁ আছেন। [হারাধনের কথা ছিল না]

[নেপথ্যে জুতা ও খড়মের শব্দ]

ভূত। আর জন্মভূমি এই ভারত মাকে কাঁদান ?
চতুরানন। আর সমাজেতে শুধু জোড়াপট্টকে বাধান ?
ন্যায়। আর কভু চল্‌বেনাও সমাজেতে এ ত
দাস। চল্‌বেনাই বা কেন ?—মড়াকাটাও চলেছে ত
স্ত্রীদের রেলভ্রমণ, স্ত্রীশিক্ষাও চলে' গেছে— ;
পাঁওরুটি—, বিলাতি মুন, পেঁয়াজও চলেছে।
সীলোন, রেঙ্গুন গেলে এখন জাত' যায় না কারো,
বিলেত যাওয়া, মুর্গী কেন চল্‌বে না—
রাজা। [জড়িত স্বরে] হ্যাঁ আরো
কত কি—নিজেই চল্‌বে, তোমরা নাই বা চালাও ;
এখন পোঁটলাপুঁটলি বাঁধ ;—আর কেন—পালাও—
চূড়ামণি। [বিধুকে] ওহে বাপু ঐ কোণে ঐ জিনিষটা কি ?
বিধু। ওটি কেষ্ট ঠাকুর। [নিধিকে চোখ টিপিলেন]
চূড়া। [সাগ্রহে] সত্যি ?—বটে ?—সত্যি না কি—
হারা। হ্যাঁ, এ কেষ্টঠাকুরখানি বিলাতি আমদানী—
ও আবার বাঁশী বাজায় ;—বল্‌তে কি হানি—
কল টিপে দিলে আবার নাচেও—
চূড়া। [সকৌতূহলে] সত্যি ?—নাঃ—
আচ্ছা টিপে দেও দেখি—
[হারাধন গিয়া সজোরে বিদ্যানিধির পশ্চাদ্ভাগে চিম্‌টি দেওয়ায় বিদ্যানিধি—নিরুপায় হইয়া মস্তক এদিক ওদিক ফিরাইতে লাগিলেন ও লাফাইতে লাগিলেন]
চূড়া। [সস্মিত, ও প্রীতস্বরে] সত্যিই ত—বাঃ
কই বংশী বাজাল না—

[হারাধন পুনর্ব্বার গিয়া বিদ্যানিধির কানে কানে কি কহিলেন ও কান সজোরে মলিয়া দিলেন। বিদ্যানিধি—তাহাতে গলায় বাঁশীর সুর করিতে লাগিলেন; ও সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে তাকাইলেন]

চূড়া। [মাথা নাড়িয়া] বংশী নয় খুব সুস্বরা—[নস্যগ্রহণ]
—কিন্তু বাঁশীটা যে বাপু উল্টো দিকে ধরা—

হারা। কলিকালে সব, মশয়, উল্টোইত হবে—

চূড়া। [এ ব্যাখ্যায় তুষ্ট হইয়া]
বটে বটে। সত্যিইত। ঠিকই বটে তবে [নস্যগ্রহণ]

হারা। আবার পেটে খোঁচা মাল্লে কোঁৎ করায় কলে;
[বলিয়া গিয়া বিদ্যানিধির পেটে সজোরে খোঁচা মারিলেন ও বিদ্যানিধি অগত্যা কোঁৎ করিলেন]
আবার নাক ধরে' টান্‌লে "রাধা রাধা" বলে।
[বলিয়া বিদ্যানিধির নাক ধরিয়া সজোরে টানিলেন, বিদ্যানিধি নাকী সুরে "রাধা রাধা" ডাকিয়া উঠিলেন]

চূড়া। [অতি বিস্মিত] বাঃ এটা ভারি মজার কেষ্টঠাকুর বটে—
অতি সুন্দর [নস্যগ্রহণ] দেখি গিয়া একটু নিকটে।
[চূড়ামণি নিতান্ত নিকটে গিয়া দেখিতে লাগিলেন ও তাহার কলকৌশল পরীক্ষার মানসে তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন; তাহাতে বিদ্যানিধি হঠাৎ মুখ সূচলো করিয়া চূড়ামণির দিকে অগ্রসারিত করিলেন; চূড়ামণি বিদ্যানিধির এই আকস্মিক অভাবিতপূর্ব্ব শারীরিক প্রক্রিয়ায় ভীতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন; এবং চূড়ামণি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ স্বীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

চূড়ামণি আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যানিধির মুখের নিকট মুখ লইয়া গেলেন ও তাহাতে বিদ্যানিধির পূর্ব্ব অঙ্গ-ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি হইল। চূড়ামণি পুনর্ব্বার হটিলেন।]

হারা। দেখ্‌ছেন না এর মুখে চুম্বক পাথর আছে।

চূড়া। সত্যি ? পাশ দিয়েই তবে যাই ওর কাছে—

[তিনি এবার বিদ্যানিধির দক্ষিণ দিক দিয়া তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইলেন ; তাঁহার স্কন্ধের নিকট পঁহুছিবামাত্র বিদ্যা-নিধির মুখ তদ্দিকে সুচলো হইয়া ফিরিল। চূড়ামণি পিছাইয়া বামদিক দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহাতে বিদ্যা-নিধির মুখ পূর্ব্ববৎ ভাবে দক্ষিণ দিক হইতে সবেগে বামে ফিরিল। চূড়ামণি মহা বিপদ্‌গ্রস্ত ; একটু ভাবিলেন ; পরে বিদ্যানিধির মস্তক ধরিয়া দক্ষিণ দিকে জোরে ফিরাইলেন ; কিন্তু ছাড়িবামাত্র সে দুর্দ্দান্ত নাসিকা পুনরায় তাঁহার দিকে পূর্ব্ববৎ ফিরিল। চূড়ামণি ত অবাক্। হারাধনের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইলেন।

হারা। [চূড়ামণিকে] আপনার নাকে লোহা আছে নাকি ?

চূড়া। কেন ?

হারা। চুম্বক পাথরটাকে টান্‌ছে বেশী জোরে যেন।

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা সবার নাকেই লোহা আছে তবে ?

মিত্র। লম্বা নাকে বেশী আছে—

চূড়া। [ভাবিয়া] তা হবে, তা হবে।

[চূড়ামণি এখন সম্মুখে আসিয়া নিজের নাক নিচু করিয়া হেঁট হইয়া ঠাকুরের দক্ষিণ পা দেখিতে ব্যাপৃত হইলেন। তাহাতে বিদ্যানিধির দক্ষিণ পা তাঁহার দিকে প্রসারিত

হইল; চূড়ামণি ভয়ে পিছাইলেন ও হারাধনের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। পরে গিয়া ঠাকুরের ডান পাটি যথাস্থানে রাখিলে, বিদ্যানিধির বাম পদ প্রসারিত হইল। বাম পদ যথাস্থানে রাখিতে যাওয়ায় এক তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। বিদ্যানিধি ছড়ি ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে চূড়ামণির চূড়া পাকড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ঘাড়ে চড়িলেন। চূড়ামণি ভয়ে বিস্ময়ে, চেঁচাইয়া পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছোপক্রান্ত হইলেন। বিদ্যানিধি তখন উঠিয়া নিজমূর্ত্তিতে পণ্ডিতদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

চূড়া। [আশ্বস্ত হইয়া] বিদ্যানিধি বটে! সেটা আগে বল্‌তে হয়।

শিরো। [কঠিন স্বরে] তুমি নদেয় যাও নি—

বিদ্যা। [ঘাড় চুলকাইয়া] আমি মুরগীখোর নয়।

অর্থাৎ খেলেও—ওর নাম কি—হজম করি নাক

শিরো। বোঝা গেছে, এখন তোমার ফাজলামি রাখ।

বিদ্যা। [নিরুপায়ভাবে] তবে বল্‌ব এক কথা? আর্য্যর্ষিগণ নাকি,

মুর্গী গরু খেতে কিছু রেখেছিলেন বাঁকি?

[শিরোমণি ইত্যাদি দেখিলেন পরাজয় অনিবার্য্য, আর যুদ্ধ বৃথা; তাই তাঁহারা চম্পট দিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন]

স্মৃতি। [হতাশভাবে রাজাকে] না হয় খেলেনই; কিন্তু মুসলমান,

হাড়ি, এই এ সব রাঁধুনি কেন?

রাজা। দিতাম ত সব ছাড়িয়েই

কিন্তু ব্রাহ্মণেতে মুর্গীটুর্গী রাঁধে না যে [মস্তপান]

ন্যায়। আর হাড়ি? [এটি নেপোলিয়ানের শেষ উদ্যমের "যা থাকে কপালে" ভাবে]

রাজা। মুসলমানে শূয়র রাঁধে না যে—
স্মৃতি। এ সবই খান বুঝি—বিলেত-ফেরত দলে
মিশে এখন বুঝি ও সব গুলোই চলে?
শিরো। তা'লে আর আমাদের এখানেতে আসাই
ভালো দেখায় নাক।
রাজা। [জড়িত স্বরে] বাবা, ফিরে যাও বাসায়
কেন গোলোযোগ কর?—এ সব মিছে সাধা;
ক্ষণিক আমাকে এসে কেন দেও বাধা?
শিরো। চল চল; এ সব ম্লেচ্ছ, যবন; চল চল
চূড়া। হা হতোস্মি [নস্য গ্রহণ]
অন্য পণ্ডিতরা। চল তবে; দুর্গা দুর্গা বল—
[পণ্ডিতদের ও গোঁড়াহিন্দুগণের প্রস্থান

রাজা। বাঁচা গেল!—আঃ—তোমরা তাড়িয়েছ খাসা।
কেন এদের মিছামিছি দেক কর্ত্তে আসা।
দাস। I say রাজা তুমি এদের শিক্ষা দেবার জন্যে
বিলেত যেতে পার?
বিধু। না না সেটা বড় অন্যায়।
দাস। কিসে?—ব্রূটস্ শুধু এক principleএর জন্যে
ছেলের বধের হুকুম দিল—আর এইটে অন্যায়!
নিধি। আমাদের দেশেও দশরথ মর্‌তে মর্‌তে
রামকে পাঠাল বনে সত্য রক্ষা কর্ত্তে।
বিধু। দশরথের কাযটি বড় ভালো হয় নি।
নিধি। কেন?

বিধু। কেন?—মূর্খ দশরথ—রামচন্দ্র হেন
সুপুত্রকে—গোবেচারী,—কোন দোষ নাই—
দিলেন বনবাস;—হ'ল সত্যরক্ষা ছাই? [রাজাকে]
রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা ভালো হয় নি—একি নীলু ঢুলো না—
বিধু। এর সঙ্গে হয় কি আর ব্রুটসের তুলনা?
ব্রুটস্ অন্য অপরাধীর সঙ্গে সমান বিচার
করে', দিলে ছেলের দণ্ড—এর সঙ্গে কি ছার—
রাজা। এ কি নীলমণি—ও নীলু—রাত কত—
নাক ডাকে যে।
নীল। [চমকিয়া] কৈ? [সকলের হাস্য]
[এখন নাকডাকা এত গুরুতর অপরাধ নয়, কিন্তু এই
দৌর্ব্বল্যটুকুও কেহ স্বীকার করিতে চাহে না]
রাজা। চোখ যে জবাফুলের মত?
হারা। তবে যাবার আগে সব এক এক গ্লাস ঢালো।
[সকলে সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন ও পান করিয়া
উঠিলেন।]
দাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ I say রাজা—well! কি বল্‌ছিলাম ভাে লা—
বিলেত চল না হে—একটা সব সহরময়
হুল স্থুলস্ হয়ে' যায়—এরাও জব্দ হয়।
রাজা। বটে! বটে! কি বল হে বিদ্যানিধি।
বিদ্যা। [মাথা চুলকাইয়া] হাঁ তা
ওর নাম কি—তবে যদি পণ্ডিতরা—না তা—
বিলেতই ত একরকম কলিকালের কাশী।
রাজা। মন্দই কি একবার না হয় বিলেত ঘুরে আসি।

আরও এই পণ্ডিতগুলোও জ্বালিয়েছে ভারি ;
তা'লেও যদি তা'দের আসা বন্ধ কর্ত্তে পারি।

[নিষ্ক্রান্ত।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[স্থান—যক্ষদেশ। হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপবন। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। যক্ষকন্যারা বিহার করিতেছেন।]

[সবাদ্য যক্ষকন্যাদিগের গীত]

নীল গগন, চন্দ্র কিরণ, তারক' গণ রে,
হের নয়ন, হর্ষ মগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব কূজন রব, নীরব ভব রে ;
সুন্দর নব হেরি বিভব, মেদিনী স্তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন,—প্লাবিত বন রে ;
নন্দন বন, তুল্য গহন—মোহিত মন রে।

[এক জন কনষ্টেবিলের প্রবেশ]

কনষ্টেবিল। [স্বগত] এ সব ত আচ্ছা নাচ্‌আওলি হয়, মগর্ সাহাব ত বহুৎ ক্ষাপা হোতা হয়। [প্রকাশ্যে] এই মাইয়া লোক সব, এ দুপর্ রাতমে কাহে হল্লা কর্‌তা হয়—হমারা সাহেবকা ডেরাকা এত্তা নগীজমে। সাহেবকো নিদ্ যানে দেগা নেই ?

১ম যক্ষকন্যা। কে এ উল্লুক—আবার এ সময় এসে বিড়ির বিড়ির বক্‌তে আরম্ভ করলে।

২য় যক্ষকন্যা। এ দেখা যাচ্ছে নিতান্ত কবিত্বহীন।

৩য় যক্ষকন্যা। দেখেছ, বেটার পাগড়া থেকে জুতো পর্য্যন্ত সব গন্থ।

৪র্থ যক্ষকন্যা। বোধ হচ্ছে, এ খাম্বাজ রাগিণী মোটে বোঝে না।

কনষ্টেবিল। এই, চুপ করকে খাড়া রহিলি কাহে রে? তোমারা হুঁস নেহি হয়। এ জায়গাকা নসদীক সাহেবকা তাম্বু হয়।

১ম য-ক। কে তোর সাহেব?

সিপাহী। [সগর্ব্বে] কমিশনর সা'ব, জান্তা নেই?

২য় য-ক। রেখে দে তোর কমিশনর সা'ব।

সিপাহী। [সাশ্চর্য্যে] আরে!—ডর্‌তা নেই? তোমলোক জাহান্নম যানে মাঙ্গ্‌তা?—আরে হিঁয়া সা'বকা ডেরা হয়—সমজ্‌তা নেই?

৩য় য-ক। তোর সাহেব এখানে ডেরা কল্লে কেন? সে কি সর্ব্বার আর জায়গা পেলে না?

সিপাহী। [অতি বিস্ময়ে] কেয়া? জান্তা নেই সা'ব হিঁয়াকা রাজাকো সাথ্ লড়্‌নে আয়া?

৪র্থ য-ক। কেন আমাদের রাজা তোদের কি করেছে?

সিপাহী। কি করেছে!—কি আবার কর্ব্বে!—সা'ব এ মুলুক লেনে মাঙ্গতা। তোমারা রাজা কুছ কাম্‌কা নেই, ইস্কো ওয়াস্তে; আওর কেয়া? লড়াইকা খবর নেহি রাখ্‌তা?

৫ম য-ক। হাঁ হাঁ জানি, জানি। আচ্ছা তুই যা, আমরা বাড়ি

যাচ্ছি, রাতও হয়েছে ; [অন্য দক্ষকন্যাদিগকে] চল-
[গমনোদ্যত]

সিপাহী। আরে গোসা কাহে—থোড়া দারু পিও—চিল্লানেসে ফয়দা কেয়া?—দারু পিও—হাম্‌কো সাথ থোড়া পিয়ার করো—হম্ কুছ নেই কহে গা। [অগ্রসর হইল]

১ম য-ক। মর্, উল্লুক!

২য় য-ক। আবার দাঁত বের করে' হাস্‌চে।

৩য় য-ক। এ যে যায় না ; দুঘা দিয়ে দেও না।

৪র্থ য-ক। নেও বেটার তলওয়ার কেড়ে—

৫ম য-ক। মার বেটাকে—

[সকলে অগ্রসর হইয়া তাহার তরোয়াল কাড়িয়া লইয়া, পাগড়ি খুলিয়া, প্রহার সুরু করিল]

সিপাহী। আরে কর কি ভাইয়া সব!—এ কেইসে তামাসা!—আরো ছোড়—ছোড়—দাড়ি ছোড়—তরোয়াল দেও।

[ক্রমে যক্ষকন্যাগণ সিপাহীকে গুরুতরপ্রহার আরম্ভ করায় 'উরে বাবারে এত সব মাইয়া লোক নেহি, মাইয়া লোককা বাবা' ইত্যাদি বলিয়া, কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইয়া, সিপাহী পাগড়ি তরোয়াল ইত্যাদি ফেলিয়াই উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।]

১ম য-ক। বেটা বীরত্ব ভারি, আবার এ দেশে লড়াই কর্ত্তে এসেছে।—চল—[সকলে গৃহাভিমুখিনী]

২য় য-ক। কিন্তু এ দেশ কি সত্যিই সাহেবরা নিতে এসেছে?

৩য় য-ক। হ্যাঁ নিতে এসেছে, আর নেবেও যে, সে বিষয়ে সন্দেহ

নেই। তা'রা ভারি পরাক্রান্ত দৈত্য। শুন্‌ছি তা'রা অমরাবতী একরকম দখল করে' বসে' আছে। আর ইন্দ্র এক দৌড়ে ব্রহ্মার কাছে চম্পট দিয়েছেন।

৪র্থ য-ক। দৌড় ত তাঁর চিরাভ্যস্ত। হায়! এমন সুন্দর অমরা· আজ অনাথা।

৫ম য-ক। আমাদের অবস্থাও শীঘ্রই সমান শোচনীয় হবে। তার জন্যে চিন্তা কর্ত্তে হবে না।

[নিষ্ক্রান্ত।]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—রাজার বাগানবাটি। কাল—রাত্রি। বিধু, নিধিরাম, হারাধন, নীলমণি, বিদ্যানিধি দণ্ডায়মান ও রাজা উপবিষ্ট, সম্মুখে সুরার বোতল ও গ্লাস ইত্যাদি।]

নব্যহিন্দুগণ ও বিদ্যানিধির গীত।

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার ;—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ, ব্রাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী,
আমরা, করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে কাহারো হানি ;
আমরা, রাখিনে কাহারও তক্কা, আমরা করিনে কাউরে কেয়ার,
এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।

কেন, নদীর জলে কাদা আর সাগর জলে নুন ?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন।
কেন, তুমি হলে নাক কবি হলো সেক্ষপীয়ার ?
আর সে সব কথা কাজ কি বলে' ;—আমরাপাঁচটি এয়ার।

কেন, দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদা ?—
কারণ, দেবতা খেত লাল পানি আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার।

মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের কোরো নাক কেউ মান।
আমরা, খাব নাক কারো চুরি করে' দুগ্ধ, ননী, ছানা ;
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ;
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার।

[পুনঃ পুনঃ শেষ পদ গাইতে গাইতে ঘোর নৃত্য]

[গঙ্গারামের প্রবেশ।]

হারা। কে গো এয়ার কোথা থেকে—বল দেখি নাম !

গঙ্গা। আমার নাম গঙ্গারাম।

বিধু। নিবাস কোন গ্রাম ?

গঙ্গা। সাবেক নিবাস 'উলো'

বিধু। হ্যাঁ !—উলো—[নিধিকে] নিধি, সে কি ?

নিধি। [গঙ্গাকে] আচ্ছা বাপু তোমার গ্রামের জেলা বল দেখি !

গঙ্গা। জেলা ?

হারা। নাও, বোঝা গেছে, অতি পাড়াগেঁয়ে।

নীল। একটা উজবুক এল আবার কোথা থেকে, কে এ ?

রাজা। যা'হক শুনি এখানেতে মশয়ের কি কাজ আছে ?

গঙ্গা। [বসিয়া] এলাম আমি হেঁ,হেঁ—রাজা বিমলেন্দ্রের কাছে

রাজা। কেন মশ'য় আমি কোন দোষ ত করিনি—

বিদ্যা। [স্বগতঃ] এ দেখ্‌ছি সেই ব্রাহ্মভ্রাতা—এঁরে বেশ চিনি

[গঙ্গারামের প্রতি পশ্চাৎ দিয়া বসিয়া মদ্যপান]

রাজা। কি চা'ন শীঘ্‌ঘির বলে' ফেলুন। কাণ পেতে আছি—

নীল। হ্যাঁ হ্যাঁ শীঘ্‌ঘির সেরে ফেলুন—তা'লে আমরাও বাঁচি

গঙ্গা। মহারাজার সঙ্গে—হেঁ হেঁ—আলাপ কর্ত্তে এলাম—

হারা। না হয় সেটা পরে হবে—এখন তবে—সেলাম—

[দ্বার দর্শাওন]

গঙ্গা। [না দেখিয়া, রাজাকে] হেঁ হেঁ কবে আসা হোল ?—

রাজা। —হেঁ হেঁ দিন চারিক [উন্মনা]

গঙ্গা। হেঁ হেঁ কুশল শারীরিক এবং পারিবারিক ?

রাজা। হেঁ হেঁ—আজ্ঞে খুব ভাল—হেঁ হেঁ—তবে কি না

শূলের ব্যারাম—এমন কি বাঁচি কি বাঁচিনা—

এইরকম। [অধিকতর উন্মনা]

গঙ্গা। পরিবার ?—হেঁ হেঁ—

রাজা। [অধীর]—হেঁ হেঁ তিনি ভালো ; তবে—

তাঁর কাল হয়েছে এই দুই বছর হবে [সকলের হাস্য]

গঙ্গা। ছেলে পিলে—

রাজা। [আরও অধীর] তারাও ভালো—কি বলছিলাম ছাই—

অ—অর্থাৎ—আমার কোন ছেলে পিলে নাই—

বিধু। 'অর্থাৎ' কি রকমে বুঝ্‌বেন বুঝিয়ে না দিলে ?

হারা। তবে "অর্থাৎ" এর গানটা গাও সবাই মিলে—

[নব্যহিন্দুদিগের গীত]

হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন ভাই ;
আর তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায় ;
অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মাননিক মোটে।
[কোরাস] তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—
মেও এঁও এঁও।

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায় চড়ে' রেলের গাড়ী ;
আর 'হুগলি ব্রিজ পার হয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি ;
অ—অর্থাৎ উঠ্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল তখন হয় নি ;
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক্ এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি ;
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—পিয়ানো ইত্যাদি ;—
অ—অর্থাৎ আন্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি,
যে হয় নিক তানসানের সময় 'পিয়ানো'র সৃষ্টি।
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এ ও এঁ ও।

যাহোক তানসান গাইলেন এমন 'মল্লার' রাজা গেলেন ভিজে ;
আর গাইলেন এমন দীপক, তানসান জ্বলে' উঠ্‌লেন নিজে ;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তান্‌সান্ উঠতেন জ্বলে' ;
কিন্তু রাজা গেলেন দিগ্বিজয়ে আর তানসান এলেন চলে'।
তা ধিনতাকি, ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

হোল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতি বাদ্য ;
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ;
অ—র্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর ত হয়ে গ্যাছে কবে ?
আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করে' হবে ?
তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি,—মেও এঁও এঁও।

নিষ্ক্রান্ত।

গঙ্গা। [তথাপি সপ্রতিভভাবে হাসিয়া] হ্যাঁ হ্যাঁ—তা—তা —মহারাজ আপনি যে সুন্দর লোক

পাওয়া দুষ্কর এমন একটি বোধ হয় খুঁজে নরলোক
আপনি কেন ব্রাহ্ম হোন না।

রাজা। ভাল লোকটা কিসে
দেখ্‌লেন আমায় সেটা শুনি

গঙ্গা। তা দেখ্‌ছি মিশে ;
অতি উদার লোক, নেইক অহঙ্কার লেশ ;
আর খাওয়া সম্পর্কে খোলাখুলি বেশ;
কারু রাখেন নাক তক্কা—সমাজের ধার
ধারেন নাক একরকম ;—অতি পরিষ্কার।
ব্রাহ্ম হন না, সমাজ ত ছেড়েছেনই নিজে।

রাজা। কিন্তু সমাজটা আমাকে তবু ছাড়ি নি যে—

নিধি। আচ্ছা বল দেখি ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা কি রকম ?

গঙ্গা। ধর্ম্মটা ? ধর্ম্মটা অতি উচ্চ এবং নয় কম
নীতি অঙ্গে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—তা সেওয়া—

নিধি। সে ত তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম থেকেই নেওয়া—

গঙ্গা। এ ত—হেঁ হেঁ—হিন্দুধর্ম্মের সারটুকুই নিয়ে—

নীল। তা যদি হয়, তবে ব্রাহ্ম নাম টাম দিয়ে
কাণ্ড মাণ্ড দরকার কি ? হিঁদুই বল না হে—

গঙ্গা। হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক। বিশেষতঃ তাহে,—

বিধু। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিক নয় ?

গঙ্গা। দেখ্‌লেন কিসে ?

বিধু। কিসে ? সব তাতেই। তফাৎ উনিশ আর বিশে।
হিঁদু না হয় একেশ্বরে পূজে, দিয়া মাটি ;
তোমরা না হয় পূজ, দিয়ে ভাষা পরিপাটি।

তোমরা পিতার 'চরণ' ধোরে কাঁদ নাক ছড়ায় ?
তা'রা না হয় মাটিতে সে চরণটা গড়ায়।
তা'রা যেটা বাইরে গড়ায় খড় মাটি দিয়ে,
তোমরা না হয় ভজ সেটা মনে গ'ড়ে নিয়ে।
ভজ—কেউ চোখ বুঁজে, কেউ চোখ মেলি—
তা'রা না হয় বাইরণ, তোমরা না হয় সেলি।
তফাৎটা কোথায় ? [মদ্যপান]

গঙ্গা। মশায় তফাৎ আছে—

নিধি। আছে

আর একটু—তোমার পিতা ঢালা বিলাতি ছাঁচে।
আর হিঁদুর পিতামাতা অন্যায়রূপে দেশী।

নীল। তোমাদের খরচ কম, আর তাদের খরচ বেশী। [মদ্যপান]

হারা। আরও একটু তফাৎ আছে, বোল্লেন না ক সেটা।

গঙ্গা। কি প্রকার ? [স্বগতঃ] এ ত দেখ্‌ছি বাধে ভারি লেঠা।

হারা। বোল্লেন না যে ব্রাহ্মগণ ভজেন চোখ বুঁজে।
আর হিঁদু চোখ খুলে দেবতারে পূজে।
অর্থাৎ—যখন হিঁদু পূজেন ঢাক ঢোলে জাঁকিয়ে ;
আমার ব্রাহ্মভ্রাতা পূজা দিচ্ছেন নাক ডাকিয়ে।

[সকলের হাস্য।]

গঙ্গা। না তা আপনারা যদি করেন তামাসা ;—

নিধি। কেন মিছে বক ভাই। পা দোলাও খাসা ;
সোজা ধর্ম্ম—কারো মনে দিও না ক কষ্ট ;
কেন মাথা ঘামাও, নিয়ে যা অতি অস্পষ্ট—

ঈশ্বর ভালো কিম্বা মন্দ, সগুণ কি বিগুণ,
এ সব ভেবে কেন মিছে ক্ষিধে বাড়াও দ্বিগুণ ?
গরম গরম ফুলকো লুচি খাও গ্যাসের আলোয় ;
যদি সঙ্গে থাকে মুরগীর ক্যারি, আরো ভালই।
মজাফরপুরি লিচু, পাকা আঁব বোম্বাই,
ভাল খাজা কাঁটাল, আর মর্ত্ত্যমান রম্ভায়।
রাতে মিলে দশ জনে খাও টপাটপ্—
রোষ্ট আর কাট্‌লেট, ষ্টু আর চপ্ ;
মেজাজ হবে ঠাণ্ডা, দেহে হবে শক্তি ;
আর ঈশ্বরে বাড়বে বৈ কম্‌বে না ক ভক্তি ;
আর বেড়ে যাবে তোমার পরমায়ু ছোট ;
কেন মাথা ঘামাও ভায়া—যাও এখন ওঠ-

হারা। কেন তর্ক কর বাবা, খাবে এক গেলাস ?
খাবেত খাও নইলে উঠে যাও 'থার্ড কেলাস'

নীল। আমাদের আমোদের উপর কোরো না ক
Trespass, বাবা যদি আইনের ভয় রাখ ;
করে' দেব ৪৪৮ ধারায় নালিশ—
তখন শোবার জন্য পাবে একটু শক্ত বালিশ।

হারা। [এক গেলাস মদ্য দিয়া] নেও—খাও।

গঙ্গা। কি ও ?

হারা। বাবা বুদ্ধি কর পালিশ।
কেন তর্ক কর, বাবা, ঢক্ করে গিলে ফেল ;
আর আমাদের সঙ্গে ফক্ করে মিলে ফেল।

এ সংসারের সার হচ্ছে পরের উপকার,
তাই করে' দিচ্ছি তোমায় ভবসিন্ধু পার।
নেও—এস—[মদ্য প্রদান]

গঙ্গা। [ধার্ম্মিকভাবে] আচ্ছা কিইবা হবে একটু খেলে,
দেখাই যাক্ না যে কি রকম [গেলাস লইয়া পান]

হারা। এই নক্ষি ছেলে।
এখন একটা গান ধর—গাও—কর্ত্তাভজা হয়,—
তরজা হয়, কবি, টপ্‌কা—যা হয়—যাতে মজা হয়—
বাবা থিয়েটরের গান জানো ?
[গঙ্গারাম উক্ত গান অনভিজ্ঞতা প্রকাশক ঘাড় নাড়িলেন]
—ভালো, না জানো
নাই জানো—পাঁচালি ?—যাত্রা ?—বাবা বেয়ালা বাজান
শোন যদি মতির দলের, বল্‌বে "বাঃ বাঃ আ মরি !
মরিরে!" [কণ্ঠে বেহালার সুর অনুকরণ করিতে করিতে
রিক্তহস্তে বেহালা বাজান অনুকরণ]

বিন্ধা। [মদালস স্বরে] বেঁচে থাক—শুনে যেন না মরি ;

হারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি আঃ—কিবে যাত্রা মতির ?
—আহা সেই গানটা জানো ?—
[সুর করিয়া] 'হে গতি অগতির'—
একটা তুমি গাওনা হে, গঙ্গারাম ভাই—

গঙ্গা। কি গাইব ? [চিন্তা] ভাল, একটা আত্মা বিষয় গাই
[সুর করণ]

বিধু। ও কি হচ্ছে গঙ্গারাম ? ও যে—না গঙ্গা না রাম—

নিধি। গা'না একটা ভাই, আমরা করি একটু আরাম।

হারা। পড় বাবা গঙ্গারাম—গঙ্গারাম পড় [চুমকুড়ি]

কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম!—গঙ্গারাম—পড় [চুমকুড়ি]

বিদ্যা। [উঠিয়া] গঙ্গারাম—আমার প্রাণের গঙ্গারাম—এস,
এস ভায়া উড়ি; [উচ্চতর স্বরে] উড়ি
[উড়িতে উদ্যত] প্রাণকান্ত মেসো
বলেছিল "খেয়ো না ক মদ, যদি টলো"—
গঙ্গারাম ভায়া তুমি টল্‌ছ—যাই বলো,
টল্‌ছ;—নয়?—দেখি আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল,
আমার কাছে মিছে কথা?—ভায়া তুমি মাতাল
হোয়েছ;—আর খেয়ো না! দেখ শোন বলি;
[টলিতে টলিতে] আমি খাই বটে, কিন্তু কদাপি না টলি।
আমি মাতাল হই নি;—দেখ দাঁড়াই এক পা তুলে;
[এক পা তুলিয়া দণ্ডায়মান]
দুপা তুলেও পারি; [তৎচেষ্টা ও পতন]
এঁ্যা পড়ে' গিইছি ভুলে,
হেসনা ক; ফের দাঁড়াই [পুনঃ তৎ চেষ্টা ও পতন]
এঁ্যা এ কি রকম—
[উঠিয়া] পশ্চাদ্ভাগটা দেখছি এবার হয়েছে বেশ জখম?
তা পা যা হক্—মাথা ঠিক্—দেখ বাপধন—নয়?
আন ভট্টিকাব্য সব করে দেব অন্বয়।
তুমি পার?—বোধ হয় না;—কর দেখি ভাই—
—"নিরাকরিষ্ণু বর্ত্তিষ্ণু" [গঙ্গারাম অক্ষমতাপ্রকাশক
ঘাড় নাড়িলেন] তা না পার নাই-ই—
তাই ত বাপু!—পানিনি পড়া বিদ্যে—একি যে সে—
গঙ্গারাম ভায়া—তোমার নাকটি ত বেশ হে।

একটু টেনে দেই [গঙ্গারামের নাসিকা আকর্ষণ]

গঙ্গা। বাপ্‌রে মলাম [চীৎকার]

বিন্ধ্যা। [তন্দ্রাজড়িত স্বরে] মরে কে যায়—

কি চীৎকার—গঙ্গারাম ভায়া তুমি বেজায়

খেয়েছ ; আর খেওয়ো না—যাও, শোও গে যাও—

হারা। কিম্বা যদি ভাল চাও—একটা গান গাও।

গঙ্গা। [নিরুপায় ভাবে] আপনারা গা'ন আমি যোগ দেব'খনি।

হারা। আচ্ছা তাই-ই সই [অন্য সকলকে] গাও—ধর নীলমনি।

[সুর করিয়া শেষে গীত ধরিলেন]

—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।

রাম তুই হবি বনবাস—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ।

তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস। একি [ইত্যাদি]

যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,

ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ (ওরে) ভালো দুজোড় তাস। একি

[ইত্যাদি]

ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমাণ্টর ভিতরে নিতাম

বঙ্কিমের খানকতক (ওরে) ভালো উপন্যাস। একি [ইত্যাদি]

হারা। গাও না সঙ্গে —ওঠ না সব [গঙ্গারামকে] ওঠ না হে ভাই।

সকলে। [উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে]

রাম তুমি হবি বনবাস, একি [ইত্যাদি]

হারা। ও রাম, দেখিস্ তোর বাপ মাকে চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,

আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হলে (ওরে) দুই এক ডোজ খাস্।

সকলে— একি [ইত্যাদি]

[পটক্ষেপ]

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—সুন্দরবন। কাল—দ্বিপ্রহর। বৃক্ষতলে বানর ও বানরীগণ সমবেত।]

[গীত]

কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়—সভ্যতার সে ভাতি রে।
ব্যাপ্ত ভারতে অদ্য নিবিড় বর্ব্বরতার রাতি রে।
মানে না ক কেউ এখন—বুঝছ,— সনাতন, সুন্দর, ও পূজ্য
(বাঁকি বিশেষণ রহিল উহ্য) সভ্য বানর জাতিরে।
করে না শাস্ত্রে নব্য হিন্দু, বিশ্বাস আর ত এক বিন্দু;
ছাড়ে না ক ভুটো রম্ভাও আর বানর জাতির খাতিরে।
কোথা থেকে আর মিলিবে রম্ভা? খেয়ে ফেলে সবই সাহেব শর্ম্মা;
—যত বর্ব্বর ও নিষ্কর্ম্মা সব বানর বিলাতি রে।
আমরা তাদের পুরুষ আদ্য; তা'রা ত খাবেই মোদের খাদ্য;
জীবিত বাপের শ্রাদ্ধ করাটা—শুদ্ধ একটু নূতন;
পুত্র কাছে যে হারিবে বৃদ্ধ পিতা, এ কথা শাস্ত্র সিদ্ধ;
কিন্তু কিছু অশাস্ত্রীয় ঠেকে বাপকে ধরিয়া জুতোন!
সঙ্গে গুলিটা আস্‌টা খাওয়াটা, প্লীহাটা আস্‌টা ফাটিয়া যাওয়াটা
নৈত্যিক হলে কিছু অসুবিধা হইবে জীবন ধারণ।
এ সব এখন ত অনিবার্য্য, আমাদের তরে এখন কার্য্য
(আর কিছু না বাড়ুক) পৃষ্ঠের হজম শক্তি বাড়ান।
কোরাস্। উপায় কে আর উপায় কি রে—উপায় কে উপায় কি,
উপায় কি আর উপায় কে আর, উপায় নেই রে ভাই—
নেই—এই—এই—এই আর—র্—র্—র্—উপায়।

[নিষ্ক্রান্ত]

নবম দৃশ্য।

[স্থান—ময়দান। কাল—বিকাল। গোঁড়া হিন্দুগণ ও পণ্ডিতগণ কেন্দ্রেস্থিত। চারি দিকে মহতী জনতা ভূতনাথের লিখিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে।]

ভূতনাথ। আর্য্যঋষিগণ—ছিলেন আর্য্য ঋষি যাঁরা—
বল প্রাণের ভ্রাতৃগণ কি না জান্তেন তাঁরা?
ধরণী যে মহী; তড়াগ নদী; আকাশ ব্যোম;
নক্ষত্র যে তারা; সূর্য্য রবি; চন্দ্র সোম;
সবই জান্তেন—সবই এই হিন্দুশাস্ত্রে পাবে;
—এই অনাদৃত—তোমার নিজের শাস্ত্রেই পাবে।

শ্যাম। সাবাস্—সাবাস্!

রাধা। বেশ—বাঃ!

চূড়া। [সহর্ষে বারম্বার নস্য লইয়া] সাধু! সাধু!

বিদ্যা। [উচ্চস্বরে] বলিহারি! [জনান্তিকে] আর এক ছিলম টেনে নেও যাদু।

ভূত। ইংরেজরা কি জানে যে ছিল না এ দেশ?
টেলিগ্রাফ? রেল? ষ্টীমার? জলের কল? গ্যাস?
স্প্রিঙের গাড়ি? ঘড়ি? ফনোগ্রাফ? টেলিস্কোপ?
সবই ছিল—ম্লেচ্ছগণ করেছে সব লোপ।

১ম শ্রোতা। ঐ গুলোই লোপ কল্লে!—আর দিলে রেখে গরুর গাড়ি, চরকা, ঘানি, কপিকল, আর ঢেঁকি।

ভূত। [বিরক্ত হইয়া] আঃ ধর নাই ছিল। হিন্দুধর্ম্মের কাছে কি এরা লাগে?—এ গুলোয় আধ্যাত্মিকতার আছে কি?

এগুলি ইংরেজের কৌশল, ইংরেজের ফিকির,
শুদ্ধ বিনাশিতে আধ্যাত্মিকতা যা টিকির।

চতু। ও যে আমি বল্‌ব হে [ভূতনাথকে টানিতে লাগিলেন]
—বস না হে ছাই
আমাকেও একটু খানি বল্‌তে দিও দিও ভাই।

ভূত। আরো বলি, দেশী ময়লা অন্ধকারও ভালো—
এনো না এনো না দেশে বিদেশীয় আলো।

[অনিচ্ছায় উপবেশন]

শ্যাম। ওঃ কি ভাষা! [সবেগে পা চুলকাইতে লাগিলেন]

রাধা। কি তেজ! [সবেগে দুহাতে মস্তক কণ্ডূয়ন]

২য় শ্রোতা। [১ম শ্রোতাকে জনান্তিকে] না, কথাগুলো ঠিক।

চূড়া। [সোল্লাসে] গভীর গভীর, [নস্য গ্রহণ]

স্মৃতি। চমৎকার [নস্য গ্রহণ]

বাচস্পতি। অলৌকিক।

চতুরানন। [উঠিয়া] হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিক যা অন্য ধর্ম্ম নহে,
চুরি করা দোষ কি আর কোন শাস্ত্রে কহে?
দ্বেষ, হিংসা ছেড়ে—উচিত দয়া, ধর্ম্ম শেখা,
এ সব আর্য্য ঋষিগণই বুঝেছিলেন একা;
সতীত্ব যে ধর্ম্ম শুধু—হিন্দুশাস্ত্রেই লেখা।

[করতালি ও জলপান]

ইংরেজ আমিষাশী ম্লেচ্ছ; আর্য্যর্ষিদের কায,
তাদের আধ্যাত্মিকতা কি বুঝিবে ইংরাজ?
ভাইগণ তোমরা যাজ্ঞবল্ক, কপিল, খনা, জানকী;
মনু, ব্যাস, দুর্গাবতী—এঁদের কথা জান কি?

না ভাই তোমরা ইংরাজজ্ঞ—তোমরা সবাই জান বেকন
মিল্, মিল্টন, আর্য্যর্ষিদের পুরাণ কথা মানিবে কেন!

২য় শ্রোতা। ভারি বল্‌ছে।

শিরোমণি। [তাহাকে জনান্তিকে] ইতিহাসে এঁর খুব দৃষ্টি।

২য় শ্রোতা। না না লাগ্‌ছে ইংরেজদের গাল'গুলোই মিষ্টি।

৩য় শ্রোতা। সত্যি—ভারি পাজি জাত। তাদের এক তাড়ায়
আপিষে ঘামিয়ে দেয়, যেন ভূত ঝাড়ায়!

চতু। গুটকত নব্যহিন্দু দুরাচার আজ
ভাঙ্গিতে উদ্যত এই পবিত্র সমাজ।
ভাই—ছাড় ম্লেচ্ছাচার ও মুর্গী পেঁয়াজ ঘাঁটা—
ধর কচু, কলা, শাগ—হদ্দ না হয় পাঁটা।

৪র্থ শ্রোতা। আর মাঝে মাঝে মিষ্টি বারাঙ্গনার ঝাঁটা।

শিরো। [কুপিত হইয়া] কে তুই?

৪র্থ শ্রোতা। আমি যে হই সে হই—এঃ যেন মহারাজ,
—মুর্গীই যদি ছাড়্‌ব ত জীবনে কি কাজ।

শিরো। মুর্গী এতই মধুর?

৪র্থ শ্রোতা। [মুখ খিঁচাইয়া] তোমার কচুর চেয়ে ভালো।

অন্য শ্রোতারা। শত গুণে ভালো, হাজার, লক্ষ গুণে ভালো।

১ম শ্রোতা। হিন্দুয়ানির প্রশংসাতে খুব রাজি আছি;
কিন্তু মুর্গী—আঃ—মুর্গী ছাড়লে কি বাঁচি।

চতু। ওহে শোন সেটা নয় যে আধ্যাত্মিক আহার।

৪র্থ শ্রোতা। দুৎ [চলিয়া যাইল]

চতু। আধ্যাত্মিকতাই যে হিন্দুধর্ম্মের বাহার।

২য় শ্রোতা। বাহার নিয়ে ধুয়ে খাওগে'—চল সব চল—
অন্য সকলে। বোঝা গেছে বৃদ্ধ বেশ্যার তপস্বীর দল ও।

[শ্রোতাদিগের প্রস্থান।

শিরো। [হতাশ ভাবে]

না এ মিছামিছি—ওহে মুর্গী চালিয়ে নেও হে।

চূড়া। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া]

হা হতোস্মি!—স্মৃতিরত্ন নস্যদানটা দেও হে।

শিরো। তবে শাস্ত্র এই রকম খাড়া করা যাক্

যে মুর্গীকে হাঁস বলে' যার খুসী থাক্।

সকলে। [স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল, এই ভাবে] ঠিক্ ঠিক্।

শিরো। আর মুর্গীর ডিম—কেউ তারে

হাঁসের ডিম বলে' খেতে চায়—খেতে পারে।

বিদ্যা। [সহর্ষে] বাঃ বাঃ! আর বাঁকিগুলো?

শিরো। [একটু চিন্তা করিয়া] গো আর শূয়র

বোধ হয় খাওয়া যেতে পারে দিয়ে ঘরের দুয়োর;

কিম্বা হোটেলেতে বসে'—মার্কণ্ড পুরাণেও

এইরূপই লেখে; মনুসংহিতার এক স্থানেও

এ বিধান আছে।

বিদ্যা। [স্বীয় ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে]

কেয়াবাৎ! কি শাস্ত্রজ্ঞান। আঃ—

ন্যায়। কি ধীশক্তি।

চূড়া। কি গভীর গবেষণা। [নস্যগ্রহণ]

অন্য সকলে। বাঃ!

শিরো। আপাততঃ বিলেতফের্ত্তা ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম হ'ল

একঘরে। বাঁকিটাকে হিন্দুসমাজ বল।

স্মৃতি। কিন্তু সে গুড়েও বালি! এ দিকেও দুর্য্যোগ ;
শুনি, রাজা কচ্ছেন, এবার বিলেত যাবার উদ্যোগ।

পণ্ডিতেরা সকলে। সে কি ? সত্যি না কি ?—[বিদ্যানিধিকে

বিদ্যা। না না [স্মৃতিরত্নকে] তামাসা বোঝ না ?

হরি। না সে তামাসা নয় বড়—আমারও তাই শোনা।

ভূত। সত্য না কি ? হ্যাঁ!!! ওঃ! শেষে কিনা বিলেত!

শ্যাম। চীন নয়, ব্রহ্ম নয়, কাবুল নয়—বিলে—এ—ত্!!

রাধা। তাও রেলেও নয়—জাহাজে চড়ে'—বি—লে—এত্!!

চতু: হা ব্যাস—হা মনু—ওঃ—দয়াময় হরি।

[উন্মত্তের ন্যায় বেগে ঘুরিয়া বহির্গমন।]

ভূত। হে বসুধে দ্বিধা হও—আমি প্রবেশ করি।

[পতন ও মূর্চ্ছা।]

হরি, শ্যাম ও রাধা। হা হা ভূতনাথ মূর্চ্ছায়—ধরুন ওঁকে ধরুন

[ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন।]

বিদ্যা। [পশ্চাতে যাইতে যাইতে রিক্তহস্তে যেন ভূতনাথের মাথা
ধরিতেছেন এইরূপে] আহা হা হা—দেখি—দেখি—
[পণ্ডিতদিগকে] সরুন মশায় সরুন।

[নিষ্ক্রান্ত]

দশম দৃশ্য।

[স্থান—ব্রহ্মালয়। উচ্চে দূরে নির্ঝর প্রপাত। কাল—প্রভাত।
ব্রহ্মা চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছেন। সরস্বতীর
দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইয়া গীত।]

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার ?
বিষাদের রেখা কেন বা আননে ?
নিরখি অরুণোদয় হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবিপানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গনে।
এই ছিলে হাসি হাসি ঢালি কর সুধারাশি
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে ;
লুকালো সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

ব্রহ্মা। সরস্বতি, তুমি এখন বীণা ছেড়ে আবার বেহালা ধল্লে কেন ?

সরস্বতি। এখনকার 'ফ্যাসন' হচ্ছে বেহালা। মেয়েদের বেহালা বাজান লোকে ভারি পছন্দ কচ্ছে।

ব্রহ্মা। কিন্তু, আমার কাছে মেয়েদের বেহালা বাজানোর দৃশ্যটা মনোরম বোধ হয় না। কি একটা অদ্ভুত পদার্থকে নাকের নীচে বাঁ হাত দিয়ে ধরে' ডান হাত দিয়ে এক গাছ ছড়ি নাড়ার চেয়ে, বীণায় হেলে স্বর্ণবলয়নিক্কণসহ বাম হাতের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর ঈষৎ বক্রভাবে সঞ্চালন দেখ্‌তে বেশী ভাল বোধ হয়। তাহাতে শরীরের ও হাতের মাধুর্য্য যেন বেশী পরিস্ফুট করে' তোলে।

সর। কিন্তু 'ফ্যাসন' মাফিক চল্‌তে হবে ত।

ব্রহ্মা। তাও বটে।—তা সে যা হো'ক তুমি এখন একটা ছাঁকা ভৈরবী গাও দেখি।

সর। তা পার্‌বো না। এখন শুদ্ধ রাগ রাগিণী গাওয়া 'ফ্যাসন' নয়। মিশ্র ভৈরবী বলেন ত একটা গা'ই।

ব্রহ্মা। [চটিয়া] তবে এখন কি খিচুড়ি ফ্যাসন্‌ হয়েছে? আচ্ছা না হয় মিশ্রই গাও।

সর। [বেহালার কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন।]

ব্রহ্মা। একটা চা'র বিষয় গান জানো?

সর। তা আর জানি নে!

ব্রহ্মা। তবে তাই গাও।

[বেহালা বাজাইয়া সরস্বতীর গান]

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই এক 'প্যালা' চা।
তার সঙ্গে দুখান সরভাজা থাকে আপত্তি কর নয় তা,
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে প্রাতে এক প্যালা চা।

[তান, যাহাতে ব্রহ্মা যোগ দিলেন] চা—চা—চা—প্রাতে এক প্যালা চা

শ্যাম্পেন, ক্লারেট পোর্ট স্যেরি আর খাও যার খুসী যা;
শুধু কেড়ে কুড়ে নিও না আমার প্রাতে এক প্যালা চা।
অসার সংসার কেবা বল কার—দারা সুত বাপ মা;
অসার জগতে যাহা কিছু সার—প্রাতে এক প্যালা চা।

[পূর্ব্ববৎ তান] চা—চা—চা—প্রাতে এক প্যালা চা।

ব্রহ্মা। [মুগ্ধ হইয়া] বাঃ চমৎকার! এটি বড় চমৎকার গান। [তান করিয়া] চা—চা—চা—আহা।

[সসব্যস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ।

দশম দৃশ্য।

ব্রহ্মা। কি হে ইন্দ্র, কি মনে করে'? এত ব্যস্ত কেন?

ইন্দ্র। [প্রণাম করিয়া করযোড়ে] প্রভো আজ মহা বিপদ! —আমাকে স্বর্গচ্যুত কর্ত্তে চায়।

ব্রহ্মা। আবার দৈত্যরা এসেছে বুঝি। কেন তোমার বজ্র সহায় আছে ত।

ইন্দ্র। এ সব দৈত্য বজ্রে নিরস্ত হ'বার নয় শুন্তে পাই।

ব্রহ্মা। দৈত্যরা স্বর্গ আক্রমণ করেছে বুঝি।

ইন্দ্র। না, কর্ব্বে বলেছে।

ব্রহ্মা। তাতেই তুমি পালিয়েছ? তুমি তা হলে ত দেখছি ভারি বীর। [হাস্য]

ইন্দ্র। আজ্ঞে না। আমার দেবতারাও বিদ্রোহ করেছে এবং আমাকে ধরে' বেশ দু ঘা দিয়ে দিয়েছে; আর বজ্রও চম্পট।

ব্রহ্মা। [সাশ্চর্য্যে] বল কি! সরস্বতি আর এক 'কপ্' চা ঢাল ত। [সরস্বতী তাহাই করিলেন]

ইন্দ্র। আর এই দৈত্যরা আমাকে মানা দূরে থাকুক, আপনাকেও মান্তে চাচ্ছে না। বল্‌ছে যে আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ ঋষিদিগের মস্তিষ্কে।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান]

[শীতলা মনসা আদি মর্ত্ত্য দেব-দেবীগণের প্রবেশ।]

শীতলা। [দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া] ব্রাহ্মন্ ধরাতলে আমাদের পরমায়ু শেষ হয়েছে। আমাদের সেখানে আর কেউ মান্‌ছে না। আদেশ করেন ত আমরা মরি।

[ক্রন্দন]

ব্রহ্মা। সে কি! ব্যাপারখানাটা কি বল দেখি।

মনসা। দেশে এত রকম 'প্যাথি' সৃষ্টি হয়েছে যে, সব মানুষগুলো তা'রাই মেরে ফেল্লে; আমাদের পূজা দিবার জন্য আর কেউ রৈল না। [ক্রন্দন] এক কথায় পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলেই লোকে আমাদের হুট্ কোরে দিচ্ছে।

ব্রহ্মা। [বিস্ময়াভিভূত] বল কি!

[যক্ষ ও যক্ষবালাদের প্রবেশ]

১ম যক্ষ। [যথারীতি প্রণাম করিয়া] প্রজাপতে! আমরা অসুর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে প্রতাড়িত।

ব্রহ্মা। সে কি! [চা-পান] যক্ষরাজ কোথায়?

২য় যক্ষ। তিনি অসুরহস্তে বন্দী। সম্প্রতি অসুরেরা তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান কর্ব্বার অসুবিধাকর প্রস্তাবক রেছে।

ব্রহ্মা। বল কি?

[বানর ও বানরীগণের প্রবেশ]

১ম বানর। [যথারীতি প্রণামাদি করিয়া] প্রভো! ধরাতলে চিরপূজ্য বানরজাতি আজ তাহাদের বংশোদ্ভূত ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত, পরাভূত, ও গুলীকৃত। একটা যা হোক্ ব্যবস্থা করুন, নহিলে আমরা এবার গেলাম।

[বসুমতীর প্রবেশ]

বসু। [যথা রীতি প্রণাম করিয়া] চতুর্ম্মুখ, আমি আর পাপের ভার সইতে পারি না। ধরাতলে ভয়ঙ্কর অরাজকতা তা'র উপর বাকিও পালিয়েছে। আমি একা আর কত সইব।

ব্রহ্মা। সে কি বসুমতি।

বসু। হ্যাঁ প্রভো, আমি ইন্দ্রদেবের কছে গিয়াছিলাম ত তিনি

নিজেই রাজ্য হতে প্রতাড়িত। [ইন্দ্রকে দেখিল] এই যে তিনিও এখানে।

ব্রহ্মা। তবে কি কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। ডাক ত কেউ বিশ্বকর্ম্মাকে। [এক জনের বহির্গমন]

ব্রহ্মা। এঁ্যা হোল কি!—[চাপান] সরস্বতি এবার চা'টা একটু তেত হয়ে গিয়েছে।

সর। দেখি [ব্রহ্মার কপ্ হইতে একটু পান করিয়া] হঁ্যা tannic acid হ'য়ে গিয়েছে; আর খাবেন না।

[কল্কিপুরাণ লইয়া তাহার পানে চাহিতে চাহিতে ধীর পদবিক্ষেপে, গম্ভীর ও বিজ্ঞভাবে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।]

ব্রহ্মা। বিশ্বকর্ম্মা, ধরাতলে এখন কলিকালের কোন্ ভাগ?

বিশ্ব। [গম্ভীর স্বরে, পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া] এখন কলিকালের শেষভাগ।

ব্রহ্মা। কলির শেষে পৃথিবীর কিরূপ অবস্থা হবে, পুরাণ দেখে পড় দেখি।

বিশ্ব। [পুস্তকের দিকে চক্ষু রাখিয়া গম্ভীর স্বরে] কলিকালের শেষভাগে নব্যহিন্দু নামক এক প্রকার মনুষ্যজীব জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহারা বাক্যে অপরিমিত বলশালী ও কার্য্যে অচিন্তিতপূর্ব্বরূপে পৃষ্ঠপ্রদর্শক হইবে। তাহারা ইংরাজী পড়িবে; তিন পোয়া পরিমাণে ইংরাজী পোষাক পরিবে; কদাচিৎ গোপনে ইংরাজী খাদ্য খাইবে; অর্দ্ধ ইংরাজি কহিবে; ও বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় ইংরাজকে অজস্র, উপাদেয় গালি দিবে। মসীযুদ্ধে কেহ তাহাদের

সমকক্ষ হইবে না; ও বাক্‌যুদ্ধে তাহারা অদ্বিতীয় হইবে।

"হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা অবলম্বন করিয়া 'ব্রাহ্ম'নাম-ধারী কতিপয় যুবক 'হিন্দু'নাম পরিত্যাগ করিয়া আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে; এবং তাহাদিগের মনে মনে এরূপ জ্ঞান জন্মিবে যে, তাহারা এক নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"বিলেতফের্ত্তা" নামক আর এক সম্প্রদায় হইবে; তাহারা ভিতরে সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও বাহিরে বর্ণ ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে সাহেবদিগের যোল আনা মাত্রার অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা ধুতি চাদর নিষিদ্ধ বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে পাজামা ও বাহিরে হ্যাট্ কোট্ পরিয়া আত্ম-বিশেষত্ব অনুভব করিবে। তাম্বুল চর্ব্বণ, গুড়গুড়িতে ধূমপান, গুরুজনকে প্রণাম—এক কথায় সমস্ত দেশীয় রীতি নীতির প্রতি তাহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবে। তাহারা মাতৃভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবে; এবং কেবল 'কুলি' সম্প্রদায়ের সহিত এড়ো ভাষায় বাঙ্গলা বা হিন্দী কহিতে সক্ষম হইবে। তাহারা ইংরাজি 'স্ল্যাং' (slang) প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে; ইংরাজি সুর শিষ দিবে; ছড়ি ঘুরাইয়া বীরদর্পে চলিবে। হুইস্কি খাইবে, এবং পদদ্বয় যতদূর সম্ভব দ্বিধা প্রসারিত করিয়া চুরোট্ টানিবে।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া দলাদলি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে; এবং নীতি ও ধর্ম্ম অপেক্ষা খাদ্যে ও ভ্রমণে অধিক মনোযোগ দিবে—অর্থাৎ মিথ্যা, চুরি,

নরহত্যা ইত্যাদি অপেক্ষা ম্লেচ্ছ আহার ও ম্লেচ্ছ-দেশভ্রমণ অধিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। শিক্ষিত শূদ্র তাহাদিগকে প্রণাম করিতে চাহিবে না; ও তাহারাও তাই টিকি রাখিয়া ও ফোঁটা কাটিয়া আত্ম-ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে।

"জন কতক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে—হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ও ইংরাজের মূর্খত্ব, জগতে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইবে; ও নব্য সম্প্রদায়কে সভ্য ও অসভ্য দুই প্রকার গালিই অকার্পণ্যে বর্ষণ করিবে। ইহাদের নাম হইবে 'গোঁড়া'। ইহারা টিকি রাখিবে, ও কুক্কুটভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।

"স্বর্গীয় দেব-দেবীতে ক্রমে সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিবে ও ক্রমে কতকগুলি মর্ত্ত্য-দেবদেবী উদ্ভূত হইয়া নিরক্ষর অপগণ্ড ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় স্বরূপ হইবে। ক্রমে সর্ব্ব দেবদেবীতে অবিশ্বাস জন্মিবে। এবং জগতে 'স্বার্থ'পূজা প্রধান পূজা বলিয়া গণ্য হইবে।

ক্রমে সমাজে সর্ব্ব প্রকার খাদ্য চলিবে; ও রাজা মহারাজারা বিলাত যাইতে আরম্ভ করিবে; তখন বিলাত-যাত্রা আর দূষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। বিধবাবিবাহ সমাজে চলিবে; বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবে। হিন্দু-সমাজ এইরূপ হইলে কলিকালের শেষ হইবে।

ব্রহ্মা। ধরাতলে সমাজ এখন এই রকম হয়েছে না কি?

সকলে। আজ্ঞা হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছে।

ব্রহ্মা। বোঝা গেছে; কলিকাল পূর্ণ হয়েছে। আমি যাচ্ছি—

বিষ্ণুকে কল্কিঅবতার হ'তে আদেশ দিচ্ছি গিয়ে। তোমরা নির্ভয়ে বাড়ী যাও। [ব্রহ্মার প্রস্থান]

[ক্রমে সরস্বতী ভিন্ন অন্য সকলের সোল্লাসে প্রস্থান।]

[সরস্বতীর বীণা লইয়া গীত]

কেন আর এ ভাঙ্গাঘরে মারিস্ তোদের সিঁধকাটি ?
ছিন্ন তরুর মূলে হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি ?
বিষে জর জর প্রাণে কেন হানিস্ বিষ বাণে ?
পাপের বন্যাভরা দেশে আনিস্ নরক খাল কাটি ?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে ?—
দু'দিন গেলে দিস্‌রে ফেলে—পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্খাটি।

[যবনিকা পতন।]

দ্বিতীয় অভিনয়।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—নবরচিত কল্কীদেবের বিচিত্র আদালত। কাল দ্বিপ্রহর বেলা। বিরাট জনতা। সম্মুখে ঢেঁড়াদার ও ঘোষণাকারী।]

ঘোষণাকারী। শুন শুন সবে পাপাত্মা মানবে—

কল্কীদেব অবতীর্ণ হয়েছেন ভবে ;

সকলের তাঁর কাছে আজ বিচার হবে ;

ভাইগণ এই ক্ষণ প্রস্তুত হও তবে ;—

চুপ করে' বসে' থাক, করো না ক গোল ;

সকলেরই ডাক হবে—[ঢেঁড়াদারকে]

বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামা ধ্বনি।]

যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট,

করেছেন যাঁ'রা হিন্দুসমাজ বিভ্রাট,

দেবেন তাঁ'দের সাজা দেব কল্কী সম্রাট,

—রাজার উপর রাজা যিনি, লাটের উপর লাট।

নয়ক এ মুসলমান কি ইংরাজের আমোল,

এবার শাস্তি শূল বাবা—[ঢেঁড়াদারকে]

বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামা ধ্বনি]

বিলেতফের্ত্তা চয়, দেখ্‌বে কি হয় ;
বড় পা ফাঁক করে' দাঁড়িয়ে চুরোট্ খাওয়া নয়
চোখ বুঁজে পার পাবে না ব্রাহ্ম সমুদয়।
নব্যহিন্দু—লুকিয়ে খাওয়া কত দিন সয় ?
দিন রাত এর ওর ঠ্যাং আর ঝোল—
নেও এবার ঠেলা সব—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামা ধ্বনি।]

গোঁড়া হিন্দুরাই হাস্‌ছ কি ছাই !
ছেলে বেলার খাদ্য বুঝি মনে নাই ভাই ?
পণ্ডিতগণ তুড়ি দিয়ে হাজার তোল হাঁই,
শাস্ত্র মনে না থাকে ত পরিত্রাণ নাই—
হাজার নাড় টিকি, হাজার বল হরিবোল,
রক্ষা নাই কোন দিকে—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজারে ভাই ঢোল।

[দামামা ধ্বনি।]

এই বঙ্গদেশ আজ হবে শেষ ;
সমাজে পাকিয়েছ তোমরা গোলোযোগ বেশ ;
তোমাদের অনাচারে কলিকালের শেষ ;
তাই এসেছেন কল্কী—ব্রহ্মারই আদেশ—
ঐ শোন কল্কীদেবের আগমনের রোল ;
নিজের নিজের পথ দেখ—[ঢেঁড়াদারকে]
বাজা রে ভাই ঢোল।

[দামামা ধ্বনি ; ও উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান—ময়দানে বিরাট তাম্বুর অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত।
সিংহাসনারূঢ় কল্কিদেব। চারিদিকে সশস্ত্র অনুচরবর্গ।
'মন্ত্রী' বৃহস্পতি, কল্কিদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে
আসীন। সম্মুখে অভিযোগী ধর্ম্ম
দণ্ডায়মান।

কল্কি। [গম্ভীর স্বরে]—
হিন্দুসমাজ ভাঙ্গার জন্য প্রধান দোষী কে কে ?
তাদের দেখা যাক্ নিয়ে এস একে একে।

ধর্ম্ম। [করযোড়ে] সমাজ ভাঙ্গার জন্য, প্রভো দেব, দয়াসিন্ধু !
বিলেত ফেরৎ, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত, নব্যহিন্দু—
এই পঞ্চ সম্প্রদায়কে অভিযোগ করি।

কল্কি। আচ্ছা, নব্যহিন্দুদলে বোলাও প্রহরী।
[প্রহরীর প্রস্থান ও ক্রমে বিধু, নিধিরাম, নীলমণি, হারাধন, ও পশ্চাতে বিদ্যানিধিকে হেঁছড়াইতে হেঁছড়াইতে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।]

বিদ্যা। আমায় কেন টান—আমি নব্যহিন্দু নই বাবা,

হারা। তুমি নব্যহিন্দুর বাবা, আমরা যাই হই, বাবা
তুমি নব্যহিন্দুর চেয়ে তিলার্দ্ধও নও কম ;
ফাউল খাবার রাক্ষস, আর মদ খাবার যম।

বিদ্যা। আহা যদি রাজার সঙ্গে বিলেত যেতাম চলে'
পড়্‌তে হত না—ওর নাম কি—এ বিষম গোলে।

[নব্যহিন্দুরা কল্কিদেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।]

ধর্ম্ম। এঁরাই নব্যহিন্দু—ওর্‌কে Reformed Hindoos ;

এঁরা বাক্যে বৃহস্পতি, তর্কে মহাভুজ,
বক্তৃতায় সরস্বতী, মসীযুদ্ধে ভীম,
প্রতিজ্ঞায় ভীমস্পর্দ্ধী, ও কার্য্যে অদৃশ্য।
কাগজ এঁদের যুদ্ধক্ষেত্র, কলম এঁদের অসি;
রণবাদ্য হুঙ্কারব; রক্তপাত মসী।
এঁদের পরাজয় শুধু সাহেবের গালি;
এঁদের জয় টাউন হলে ঘোষে করতালি।
এঁদের ধর্ম্ম—জীবনেতে যাতে কম ক্ষতি,—
—যেই দিকে কম বাধা সেই দিকে গতি।
এঁরা মেয়ের বিয়েয় হিঁদু, ব্রাহ্ম চোখ বোঁজায়;
নাস্তিক ফাউল খাবার সময়—ই'তে যা'ই বোঝায়;
এঁরা খান,—গৃহে ভাত, পূজা গৃহে পাঁটা,
বন্ধুগৃহে 'ফাউল,' এবং বেশ্যাগৃহে ঝাঁটা;
নব্য হিন্দুদলে প্রভু করিলাম পেষ—
দাড়ি গর্ব্ব, মুখ সর্ব্ব, খর্ব্ব—

বন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।

বৃহস্পতি। বা এঁরা ত অপরূপ!—কারো এক ছুট;
কারো ধুতি, উড়োনি আর পায়ে দীর্ঘ 'বুট;'
কারো ধুতির উপর ঝোলে একটি পিরাণ মোটে;
কারো সেটি অর্দ্ধ ঢাকা দীর্ঘ চায়না 'কোটে;'
বিলাতী পিরাণ 'কোট' কারো চারু অঙ্গে;
দেখি আবার 'নেকটাই', কাপড়ের সঙ্গে;

কল্কি। বা এরা ত বেশ!—এরা শাস্ত্র টাস্ত্র জানে?
[বৃহস্পতিকে]—জিজ্ঞাসা কর ত এরা 'কোন ধর্ম্ম মানে?'

বৃহ। ভো—ভো—নব্য হিন্দু—তোমরা কোন্ শাস্ত্র জানো?
কোন্ ভাষায় কথা কও, কোন্ ধর্ম্ম মানো?

বিধু। ধর্ম্ম?—হোঃ! ধর্ম্ম! pooh! ধর্ম্ম কর্ম্ম কার?
আজ কাল ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে কর্ম্মকার;
রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর এবং চর্ম্মকার।
ধর্ম্ম?—হোঃ!—তাই যদি মান্‌ব তবে Ganot
হুমবোল্ড, লাপ্‌লাস্ আর ডারুইন পড়া কেন?
জলে ফেলে দিলেই হয়।

বৃহ। ধিক্—অহো—ধিক্
শতধিক্—কে তুমি হে?

বিধু। আমি বৈজ্ঞানিক—
Physical Scienceএর আমি Lecturer—
নাম বিধুভূষণ—ধর্ম্মর ধারি না ক ধার।

বৃহ। ধর্ম্ম নেই ত সমাজ থাকে কেমন কোরে পাগল।

বিধু। The iron law of necessity, the beautiful struggle
For existence—এই ধর্ম্ম—the survival of
The fittest—

কল্কি। [হতাশভাবে বৃহস্পতির মুখের দিকে তাকাইয়া]
এ কি বলে?

বৃহ। [বিধুকে] রাখ হে ও সব
তুমি সমাজতঃ কি হে?

বিধু। সমাজতঃ?—হিঁদু।
সমাজতঃ আবার কি!

বৃহ। বেশ! তা যদি হও বিধু।

তবে হিন্দু ধর্ম্মও মানো—

বিধু। মোটেই না।—আমার

বিশ্বাস যে, বিশ্বাস করুন যা'কে ইচ্ছা।—শ্যামার,

দুর্গার, শিবের, বিষ্ণুর, ইন্দ্রের অস্তিত্বে; কি বরুণ,

অগ্নি, বট, পাথর,—যাকে খুসী বিশ্বাস করুন—

শীতলা কি মনসা—কিম্বা তেলাপোকা, ইন্দুর,

ছারপোকা,—যত আছে দেব দেবী হিন্দুর;

একেশ্বর মানুন; ভূত মানুন, নাই মানুন;

কিম্বা নে'ন থিয়সফিষ্টদের আইন কানুন;

কিম্বা নাই' নে'ন; দুনিয়ার বদ্‌মায়েসী বাড়ান;

ধাপ্পাবাজি, চুরি করুন; স্ত্রীকে মারুন, তাড়ান;

বিয়ে কোরে দশ বিশ গণ্ডা বাঁধা বেশ্যা রাখুন;

তবু বেশ চোলে যাবেন।—অর্থাৎ যদি না খান

গো, মুর্‌গী, শূয়র, পেঁয়াজ;—বিশেষ কুংড়ো সিদ্ধ

বুধবারে রাতে খাওয়া নিতান্ত নিষিদ্ধ;

টিকি রাখেন আরো ভালো, না রাখেন, নাই—

কিন্তু একটু বয়স হোলে সেটা শুদ্ধ চাই।

কল্কি। সে কি! এরূপ হিন্দুধর্ম্ম পেলে কোথা থেকে?

বিধু। পণ্ডিতেরা শিক্ষা দেন তাঁদের পুঁথি দেখে

কল্কি। [ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া] সত্যি!

বিধু। না হয় জিজ্ঞাসুন পণ্ডিতদের ডেকে—

কল্কি। লোকাচার মানো?

বিধু। মানি বটে প্রকাশ্যতঃ

একঘরে না হবার জন্যে দরকার যত।

মুর্গী যদি খাই—I would tell a lie,
As soon, ও as easily as I would eat a pie.
তার উদ্দেশ্য নয়ক কাউকে ফাঁকি দেও বিশেষ ;
উদ্দেশ্য—not to hurt society's prejudices.
এটা একটা white lie কারণ society সব জানে ;
জিজ্ঞাসুন বিশ্বারত্নে—আছেন ঐখানে।

বৃহ। সমাজ যদি জানে তবে ঢাকাঢাকি কেন ?

বিধু। কি জানেন ! society টা অবিকল যেন
Old father ; বলে ডেকে নব্যহিন্দু দলের
Headদের, "বাবা জুতো মারো। মেরোনা সকলের
সম্মুখে। মারবে ত জানিই। এখন হইছি বৃদ্ধ ;
না, তাড়িতে দিও দুটো আলোচাল সিদ্ধ ;
আর মাঝে মাঝে—মেরো Dawson বাড়ির জুতো,
আস্তে, পীটে—ঘরে বোসে।" Society বস্তুতঃ
এক রকম reasonable, আমরাও তাই
তাকে তাচ্ছিল্য না কোরে ঘরে বসে' খাই।

কল্কি। তোমার ওসব ফাজলামি এখন দেও রেখে ;
বোঝা গেছে—[প্রহরীকে] আচ্ছা এখন গিয়া বসাও একে
নিয়ে এস দেখি,—ওই লোকটা বলে কি।

বৃহ। কে হে তুমি ?

নিধি। আমি ডাক্তার।

বৃহ। আচ্ছা এস দেখি ;
তুমি ধর্ম্মটর্ম্ম মানো ?

নিধি। আমি ধর্ম্ম মানি।

বৃহ। সে কিম্বিধ বল, যদি বল্‌তে নাহি হানি।

নিধি। আমার ধর্ম্ম—Humanitarianism.

কল্কি। উঃ—বাপ্—

অর্থ টা কি কুমীর না বাঘ না কি সাপ্?

নিধি। ওর অর্থ এই—কি না বিশ্ব প্রীতি—

কল্কি। বা—রে!

এত বড় কথাটা কি ঐটুকু ভারি?—

সে কিরূপ প্রকাশ কোরে বল এই খানে।

নিধি। The greatest good of the greatest number—মানে

বেশীলোকের যেইটেতে বেশী উপকার

তাই ধর্ম্ম।—

কল্কি। [স্বগতঃ] মন্দ নয় অর্থ কথাটার।

যা হোক হিন্দু ধর্ম্ম বিষয় তোমার কি মন্তব্য?

নিধি। হিন্দুধর্ম্ম অতি Foolish; অতীব অসভ্য।

কল্কি। [সাতিবিস্ময়ে] কেন?

নিধি। দেখুন medically, vegetable চেয়ে

Meat ঢের digestable। না,—রোজ একঘেয়ে

কুংড়োঘণ্ট, শাগচচ্ছড়ি। থোড়বড়ি খাড়া,

আর খাড়া বড়িথোড়।—হায়! এ জাতটা মড়া

হোল—মশায়, বল্‌ব কি, কেবল না খেয়ে;—

ভাত আর শাগ আধ্যাত্মিক আহার!!! তার চেয়ে

খেতো যদি ছাতু কিম্বা পশ্চিমে চাপাটি,

যেত তবু পেটে খানিক নাইট্রোজেন খাঁটি।

না, কি ?—শুধু ঘি আর ভাত, সন্দেশ আর মুড়ি,
Starchআর fat খেয়ে বাড়াচ্ছেন ভুঁড়ি।
আরো দেখুন sea breezeটা সব চেয়ে খাঁটি,
না, সমুদ্র একবারে পার হলেই—মাটি।
তাই বুঝি নদীতেই টান্থক গিয়ে দাঁড়!
না আঁধারে বসে' সবাই যত ধর্ম্মের ষাঁড়
দাবার বড়ে টেপা—আর হাতে হুঁকো ধরা—
আমার বিশ্বাস, উচিত তাদের একঘরে করা;
তাই না হক বাড়িটাই হোক একটু ভালো!
তা সে এমন—যেন বাঘ বাতাস আর আলো;
জানালাটা বড় করা যেন একটা পাপ,
গিন্নীদের দেখা যাবে—কি ভীষণ বাপ্!
আরে!—Ventillation Indiaর hot climateএ
Essential—এ বুদ্ধিটাও নাই তাদের পেটে।'
অর্থাৎ brain এ (ভুলিছিলাম)—দেখুন দিখি ছাই
এই কি ভুল notion—পেটে বুদ্ধি!!! আরে ভাই,
Anatomy জাননাক; Physiologyর ধার
ধার নাক; Microscopeটা ভাব বিধির খেল্ কি!'
Chemistry, Physics এর ব্যাপার দেখ্‌লে ভাব ভেল্কি;
Hygiene বোঝ নাক; আছ চিরকাল ধোরে
পাঁচন আর হরিতকি; অগ্নি ফক্ কোরে
খাবার ব্যবস্থা দিলে; কল্লে ধর্ম্ম সেটা,
হয় নাক হিঁদুয়ানি না মানিলে যেটা।
এই মশায় হিঁদুয়ানি, পণ্ডিতের রচা—

শুঁট্‌কোঃ চিম্‌সেঃ ছাতাধরাঃ পচাঃ—
মানবে বলুন কেবা তাঁদের এই হিঁদুয়ানি
Nineteenth Centuryর বিদ্বান্ ও জ্ঞানী।

বৃহ। তবে—হিঁদু নও—

নিধি। না, সে সমাজতঃ মানি,
কেন না যখন আমার মত সভ্য বেশ,
তখন যায় আসে নাক what I profess;
সব তারি থাকা ভাল ভেতর আর সদর,
এই যে দেখ্‌চেন আমার এই, সুগোল ও নধর
চেহারাটি—তারো যদি উল্টে দেখেন ভিতর,
দেখবেন সেটা কিরূপ বীভৎস, ও কি ইতর!

কল্কি। আচ্ছা ও সব নিয়ে তুমি ধুয়ে খেও গিয়ে।
মাথা ঘামিয়েছ কভু স্বর্গ নরক নিয়ে?

নিধি। সে বিষয়ে আমার জ্ঞান অতীব ধোঁয়াটে।
তবে—কট্‌লেট, চপ্‌ ও ক্যারি—ভবসিন্ধুর ঘাটে
অনেকটা এনে দেয় স্বর্গের আভায;
আর ঝাঁঝা খিদেতে,—নিরম্বু উপবাস
যারে বলে, সেই নরক—এই সোজাসুজি,
স্বর্গ—ও নরক—আমি যত দূর বুঝি।—

কল্কি। না হে না, তুমি ত দেখি অতীব বেল্লিক!
মানুষ মর্‌লে কি হয়—সেটা জানো কিছু ঠিক্?

নিধি। তা ঠিক্ জানি।

কল্কি। বল দেখি মানুষ মর্‌লে কি হয়।

নিধি। আড়ষ্ট হয়।

বৃহ। না না তার পরকালে কি হয় ?

নিধি। পরকালে ? হয় উপোষ না হয় ভাল খানা।

কল্কি। তুমি যাও, তুমি অতি পেটুক—গ্যাছে জানা।

আচ্ছা ওকে ডাক, যে ঐ কি ভেবে মনে

লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে হাস্‌ছে এক কোণে

হারাধন আজি ঘটনাক্রমে মদিরায় 'চূর' হইয়া আসিয়াছিলেন

বৃহ। তোমার নাম কি ?

হারা। [হাসিয়া] হিঃ হিঃ—হারাধন—গোঁসাই

বৃহ। হাস কেন ?

হারা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হাসি কেন ?—মশয়—

নীলমণি। হারাধন আদালতে জবাব দিও না হেসে,

আদালতে হাস্‌তে আছে ? fine হবে শেষে।

বৃহ। তুমি কেহে আবার ?

নীল। [সগর্ব্বে] হাইকোর্টের উকিল আমি।

বৃহ। এখন তুমি চুপ কর, রাখ ফাজলামি—

[হারাধনের প্রতি] নাম কি তোমার ?

হারা। হারাধন।

বৃহ। বয়স ?

হারা। দেড় কুড়ি।

বৃহ। পেশা ?—

হারা। [হাঁই তুলিয়া] বাবা হাঁই তুলি—আর সেই তুড়ি—

করি মুনসেফি, দিনে আপিসেতে যাই,

রাতে এসে কখনও বা দু এক dose খাই ;

তুমি বাবা কি কর ? হিঃ—হিঃ—হিঃ—

কল্কি। —ফের হাসি ?

অমন যদি কর তবে তোমায় দেব ফাঁসি

বৃহ। উত্তর দেও। God মানো ? তোমার হাসি রাখ।

হারা। [গম্ভীরভাবে] না বাবা goddess মানি—God মানিনাক।

বৃহ। কিরূপ তোমার দেবী ? কিরূপ আকৃতি ?

হারা। নিরাকার ; সচ্চিদানন্দ, বোতলেতে স্থিতি—

কল্কি। নিরাকার তিনি ?

হারা। [পূর্ব্ববৎ] তিনি নিরাকারই, তবে—

ধরেন আকার যাতে ঢাল তাঁরে যবে।

কল্কি। [সবিস্ময়ে] সে কি রকম ?

হারা। [বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া]

—এই ঢাল বোতলেতে যখন,

নধর বোতলাকৃতি মা আমার তখন [বোতল দেখাইয়া]

গেলাসেতে ঢাল যখন গেলাস-আকৃতি [দেখাইলেন]

পেটে ঢাল [খাইলেন] ব্যস্—বাবা বাহুল্য বিস্তৃতি।

কল্কি। [সবিস্ময়ে বৃহস্পতির পানে চাহিয়া]

বলে কি এ ?—বৃহস্পতি 'হুইস্কি' এরই নাম ?

হারা। একটু খেয়ে দেখ বাবা ; না হয় তার দাম

নেবনাক ; খাও বাবা, রাগ কেন ?—আমাদের mission

প্রত্যেকে অন্ততঃ ১০ জন convert করা ফি সন।

খৃষ্টান পারে, ব্রাহ্ম পারে (মোটে লাইসেন্স না নিয়ে)

যত ভালমানুষের ছেলে দিতে বানর বানিয়ে ;

আমরা পারিনাক ? নেও, খাও বাপধন এস ;

গিলে ফেল নাম কোরে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

[গ্লাস ও বোতল কল্কিদেবের সম্মুখে রাখিলেন]

জনৈক প্রহরী। বল্‌ছিস্ কিরে গণ্ডমূর্খ অর্ব্বাচীন—আ মর
—স্বয়ং বোসে কল্কিদেব এ যে জানিস্, পামর ?

[হারাধনকে ঘাড় ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন]

হারা। হলেই বা! কথাটা কি বলেছি অমন্দ ?
ইঃ রাগ দেখ—ছাড়্—তোর মুখে গন্ধঃ—

প্রহরী। আমার না তোর মুখে ? মাতালের ডিম।

হারা। মাতাল কিসে ? তুই মাতাল [সজোরে] মাতালের ডিম।

[ফিরিয়া যাইতে উদ্যত]

কল্কি। ছেড়ে দেও ওকে এখন ; ক্রমে শাস্তি ওর
বিধান কচ্ছি ; বেটা মাতাল, বদ্‌মায়েস ঘোর।

হারা। আমি বদমায়েস ? offer কল্লাম গেলাস মস্তর ;
গাল' দেও ? কল্কি তুমি বেজায় অভদ্দর।—
চিরকাল ধেনো খেয়ে মরেছ ত খালি,
দিলাম যদি খাঁটি মদ—তা'তে দেও গালি—
কখন ত হয়নি তোমার ভদ্দরদলে মেশা,
কখন করনি একটু উঁচু রকম নেশা,
তুমি খাও ধেনো, তোমার শ্বশুর খান ভাঙ্,
ই'তে আর কত হবে ? তাই সব বিশ্বের চতুরাং,
—বৃহস্পতি! তোমার কাছা খুলে গ্যাছে, ভাই—[হাস্য]

বৃহ। [শশব্যস্তে] কৈ ? [কচ্ছ ঠিক করিতে ব্যস্ত]

হারা। ঐ যে নীচে পড়ে।—কাছার ঠিক নাই
মোকর্দ্দমা কর্ত্তে এলে বাবা ; যাও, যাও—
—ধেনো খেয়ে কত হবে ?—নেও, বাবা খাও—

[গেলাস প্রদান]

বৃহ। আবার ?

কল্কি। [প্রহরীকে] দেওত ওর সজোরে কান্‌টি ;

[প্রহরীর তদ্রূপ করণ ও ইত্যবসরে কল্কিদেবের লুকাইয়া

দু এক ঢোক পান।]

কান ধোরে দশ বার করাও ছুটাছুটি।

হারা। [দৌড়াইতে দৌড়াইতে]

কেন বাবা ?—এমনই কি ! তোর ধেনো খাগে যেয়ে

হুইস্কি খাবিনে ত' খাস্‌নে,—[উচ্চৈঃস্বরে]

ছেড়ে দেনা লাগে যে—

[সকলের হাস্য]

বিদ্যা। লাগ্‌ছে নাকি ? আমি ভাবছিলাম বুঝি আরাম হচ্ছে ;

তুমি কল্কির বোনাই কি না—তাই তামাসা কচ্ছে—

[হারাধন নিষ্কৃতি পাইয়া চারিদিকে তাকাইয়া উকিলকে]

হারা। দেখ ভাই বেইজ্জৎটা কল্লে—শুধু রাগে

নীল। হঁ্যা, ইতে ৩৫২ ধারা বেশ লাগে—

কল্কি। [সক্রোধে] নিয়ে এস উকিলটাকে। দেখি কিরূপ সেটা

বৃহ। —এস দেখি উকিল ভায়া দেখি তুমি কার বেটা

নামটা কি ?

নীল। লোকে ডাকে নীলমণি ঘোষ

বৃহ। বাপের নাম ?

নীল। [ভাবিয়া] মশয়, যদি, না থাকে দোষ

তবে বলি, বাপের বিষয় চাক্ষুষ evidence

পারিনাক দিতে। তবে শোনা কথা (hence

আদালতে অগ্রাহ্য) যে নীলাম্বর ঘোষ
আমার পিতা। এ বিষয়ে—করিবেন না রোষ
আমার পিতার জবানবন্দি নেওয়া হয় যেন—
বৃহ। ব্যস্, নীলাম্বর ঘোষ। জাতি? ভাব কেন?
নীল। জাতি? জাতি? তা—যদি না ভাবেন দূষ্য,
ও বিশ্বাস করেন—ত আমি জাতিতে মনুষ্য।
কল্কি। [হাস্য] অবিশ্বাসের কারণ?
নীল। সত্যি কথাটা কি—
আমরা সর্পজাতি। তবে দিয়ে ফাঁকি টাঁকি—
আর বিধাতার চখে ধূলো টুলো দিয়ে,
হয়েছি, মনুষ্য জাতি
কল্কি। [বৃহস্পতিকে] হ্যাঁহে—বলে কি এ?
[আর এক ঢোক পান]
বৃহ। আচ্ছা পেষা?
নীল। [ভাবিয়া] পেষা? পেষা?—বল্লেই বা কি ক্ষতি
মক্কেলের ঘাড়ভঙ্গ—নাম ওকালতি।
বৃহ। পেষা উকিল। বল এখন তোমারে শুধাই;—
ঈশ্বরে বিশ্বাস কর? কি কর না?—তাই।
নীল। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি
বৃহ। তাঁর কিরূপ আকার?
নীল। শুভ্রবর্ণ, গোলাকার, অবিকল টাকার
মত
বৃহ। সে কি প্রকার?
নীল। —অর্থাৎ কি না—টাকাই ঈশ্বর।

কল্কি। টাকাই ঈশ্বর !!!

নীল। প্রভু! টাকাই ঈশ্বর।

—স্বর্ণে নীচ হয় উচ্চ, বোকা বুদ্ধিমান্,
পাপী, সাধু; ঘৃণ্য, প্রিয়; গোমূর্খ বিদ্বান্;
বৃদ্ধ যুবা;—আমরা এটি দেখিছি চাক্ষুষ,
আদালতে আমলাদের মাঝে মাঝে ঘুষ
অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করে। যাহা অসম্ভব,
মিছে কথা ক'ওয়ার মত হয় সাধ্য সব।
কোন কোন জজেরও—এমন কি প্রকাশ্যে
গোল গোঁফ বিস্ফারিত হ'য়ে যায় হাস্যে;—
মোকর্দ্দমার যে pointটা যাচ্ছে নাক বোঝা;
হ'য়ে যায় হাস্যকর রূপে সোজা।
প্রকাশ্যে গোখাদকের বোঝা যায় না দোষ,
বেত্রাঘাতে ও পণ্ডিতদের আশ্চর্য্য সন্তোষ;—

কল্কি। আচ্ছা ওসব রেখে দেও; তুমি ত হে হিঁদু?

নীল। কি জানেন, অবিকল যে রকম বিধু;
জানিওনে, পোষায়ও না ধর্ম্ম নিয়ে খোঁজা;
সুবিধাই ধর্ম্ম, আমার এত মত সোজা।
আর প্রভু, আমি অতি গোবেচারি প্রজা।
—বিলেতেও যাইনি, ব্রাহ্মভূতেও পাইনি,
আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে কট্‌লেট্‌ও খাইনি;
আমি বিধুবাবুর মত তক্ক ফক্কও করিনে;
Herbert Spencer কি ভাগবতও পড়িনে;
এঁ্যা এঁ্যা বাড়িও যাই—এঁ্যা এঁ্যা গুলোও খাই—

তবে গণ্ডগোল কোরে কাজ কিরে ভাই ?
সমাজ চোখ বুঁজে, আছে নাক গুঁজে,
কেন তাকে খোঁচাখুঁচি—সব জানে,—বুঝে।
তবে রাখিনাক টিকি—সাহেবেরা চটে ;
আর একটুখানি চক্ষুলজ্জা ;—সেটাও বটে।
বুঝলেন কি না। যতদূর দরকার তা চেয়ে
কেন বেশী ভণ্ডামী। গুটিকতক মেয়ে
পার করা নিয়ে বিষয় ; হ'য়ে গেলে সেটা,
চুকে গেল সব, আর কুরিয়া গেল লেঠা ;
তার পর—বুঝলেন কি না—আর কোন বেটা
হিঁদুয়ানির ধার ধারে, রাখেই বা তক্কা ;—
হিঁদুয়ানিও অচিরাৎ পাইবেন অক্কা ;—

কল্কি। বোঝা গেছে—প্রকাশ কর্চ্ছি ক্রমে অভিপ্রায় [পান]
[প্রহরীকে] এখন নিয়ে এস দেখি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে

[প্রহরীর প্রস্থান]

[অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত গঙ্গারামের প্রবেশ]

ধর্ম্ম। হায় হায় আস্চেন ঐ সব ব্রাহ্ম সম্প্রদায়।—
বেশ ভূষার পারিপাট্য, চাকচিক্য নাই ;
নির্ব্বিরোধী, নির্ব্বিলাসী, নিষ্কাম, নিরেট ;
প্রমাণ—বোতামহীন ক্যাফ, বোতামহীন প্লেট।
এঁরা অতি অনুতপ্ত—অতি শুদ্ধ রুচি ;
প্রমাণ—খান কাঁচা গোল্লা, সরপুরি ও লুচি ;—
সুবিধা থাকিলেই করেন রম্য গৃহে বাস ;
আর, সেবন করেন কভু সিমলার বাতাস ;

এঁরা পরেন গরদ, মাখেন চন্দন এবং আতর ;—
কিন্তু মনে এঁরা অতি দীন, অতি কাতর।
ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে প্রভু করিলাম পেষ—
চসমাদাড়িবান্, লুচিপ্রাণ,

বন্দিগণ। [সমস্বরে] আহা বেশ।

কল্কি। আচ্ছা তোমাদের মধ্যে প্রধান কে বল

ব্রাহ্মগণ। সবাই স্বস্বপ্রধান।

কল্কি। [সাশ্চর্য্যে] সে কি রকম হ'ল ?
[গঙ্গারামকে] তুমি নিশ্চয় সর্ব্বপ্রধান—প্রশ্ন করি বল।
কি প্রকার তোমাদের ধর্ম্ম ?

গঙ্গা। [চক্ষু মুদ্রিত করিয়া] পরিষ্কার—
আমাদের এক ব্রহ্ম—নির্গুণ, নিরাকার,
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ;

কল্কি। শুধু এই ?
তোমাদের ধর্ম্মেতে কি আর কিছু নেই।

গঙ্গা। আবার কি ?—পর ব্রহ্ম ওঁকার মহান্,
নিত্য, সত্য, পূর্ণ, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞানবান্—

কল্কি। এ ত হিঁদু ধর্ম্ম। কেন তোমরা সকলে
হিন্দু নাম ছেড়ে নাচ ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বোলে !

গঙ্গা। নামে কি যায় আসে ?

বৃহ। নামে ?—মতেতে না যত
চটায়, নামে তত চটায়—এই যদি ধরি
তোমার আছে এক মেয়ে, সুশীলা, সুন্দরী,
রাখ দেখি তার নাম 'গলগণ্ড বেওয়া'

হাজারই অপ্সরা হোক—তার বিয়ে দেওয়া
সৌখীন সমাজে হবে ভয়ঙ্কর লেঠা ;
প্রথমতঃ নাম শুনেই পালাবে সব বেটা।
আর নাম দেও দেখি মিস্ প্রভা—রায়
অমনি বরের হুড়াহুড়ি—যায়গা পাওয়া দায় ;
হোক না সে কদাকারা—টেরা এবং বোঁচা,
অর্দ্ধেক বাঙ্গালী—প্রেমে মূর্চ্ছা যাবে চোঁচা
না দেখেই তারে। আর সে বিকিয়ে যাবে হেসে
হয়ত এক কবিই তারে ফেল্‌বে ভালবেসে।

বিদ্যা। আরো—যেমন ;—থিয়েটরে actress হলো রাণী
অমনি stall এ ঘেঁষা-ঘেঁষি, কেমনই না জানি!
—অভিনেত্রী দেখে আসা যাক—এই রকম
অথচ হয় ত act কল্লেন [দেখাইয়া] যেন বক বকম!

বৃহ। ওকি হলো?

কল্কি। ?—[স্বগতঃ] এটা একটা হতভাগা কে রে?

বিদ্যা। ওটা—ওর নাম কি—প্রভু মিলোতে না পেরে—

কল্কি। এ কে? [ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

ধর্ম্ম। ইনি বিদ্যা নিধি—একজন পাকা রসিক লোক ;
সর্ব্বনেশা-পক্ষপাতী এবং সর্ব্বভুক্
ভোজই হোক্—খানাই হোক—খাবার পেলেই নাচেন ;
শাকেও আছেন, মাছেও আছেন, ভুতুড়িতেও আছেন।

কল্কি। ইনি পণ্ডিত না?—

ধর্ম্ম। হ্যাঁ ইনি নামে বটে পণ্ডিত
কিন্তু সব দলেই আছেন—সর্ব্বগুণে মণ্ডিত

বৃহ। [গঙ্গারামকে] না হয় 'ব্রাহ্ম হিন্দু' ধর্ম্মই নাম দেও ছাই!
হিন্দু ধর্ম্মের শাক্ত শাখা বৈষ্ণব শাখা নাই?
না হয় আর একটা তাতে ব্রাহ্মশাখা হ'ল।
না হয় ধর্ম্মটাকে 'ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্ম্ম' বল।

গঙ্গা। [চিন্তা করিয়া] 'হিন্দু' বল্লেই যেন সে জাতীয় ধর্ম্ম হয়,
ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিশেষ জাতিবদ্ধ নয়;
ঈশ্বরের নামেতেই নামকরণ তার;
সব জাতির এ ধর্ম্মেতে সমান অধিকার।

কল্কি। [স্বগতঃ] এরা সবাই এক একজন মন্দ তার্কিক নয়
আমার বুঝি এদের কাছে ঘোল খেতে হয়—
[গঙ্গারামকে] আচ্ছা বোস। বিলেতফের্ত্তা নিয়ে এস
এখন। [একজন প্রহরীর প্রস্থান]

বিষ্ণা। [সহর্ষে] হ্যাঁ সে জানোয়ারটা একবার কি রকম দেখুন।
[প্রহরীর প্রস্থান ও অন্যান্য বিলেতফের্ত্তাসহ মিষ্টার
দাসের সহিত পুনঃপ্রবেশ।]

ধর্ম্ম। হায় হায় আস্‌চেন সব বিলেতফের্ত্তা ভাই—
সমাজ ভাঙ্গার জন্য এঁরা প্রধানতঃ দায়ী।
খেয়েছেন অনামিক অখাদ্য প্রচুর;
রেঙ্গুন, ব্রহ্ম পার হয়েও গেছেন বেশী দূর;
হ্যাট কোট পরিধেয়ী, চুরোটক পায়ী,
টেবিলে ভক্ষক—এঁরাই প্রধানতঃ দায়ী।
অশাস্ত্রীয়, অনাচারে, অনামুখোর সেরা,
পাপী এবং ঘোরতর 'একঘরে' এঁরা।
এঁদের একঘরে হওয়ার আছে ভারি কেতা;

'একঘরে' হয়েও এঁরা বহুঘরের নেতা।
এঁদেরই বক্তৃতায় প্রায় 'টাউন হল্' ফাটে ;
এঁরাই নির্ব্বাচিত হন 'লেজিস্‌লেটিভ' হাটে।
বিলেতফের্ত্তার দলে প্রভু করিলাম পেষ ;
বুদ্ধিহীন, অর্ব্বাচীন, দীন—

বন্দিগণ। আহা বেশ।

বৃহ। ভো ভো বিলেত ফের্ত্তার দল ধর্ম্মটর্ম্ম মানো।
কি ভাষায় কথা কও এবং কি জানো ?

দাস। Waltz নাচ্‌তে জানি, Billiards জানি, Tennis জানি।
ইংরাজি গান জানি ও হাভানা চুরোট টানি।

বৃহ। বাঙ্গলা গান ?

দাস। বাঙ্গলা tunes—oh by gad !
So horrid, monotonous, nasal and sad.

বৃহ। বাঙ্গলা তামাক ছাড় কেন সেটা কিসে মন্দ।

দাস। সস্তাঃ, ঠাণ্ডাঃ, দেশীঃ, গন্ধঃ।

কল্কি। যাক্ হিন্দুধর্ম্ম বিষয়—তোমার মতটা কি ?

দাস। [নাসিকার উপর বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া দেখাইয়া] This much.

কল্কি। [সবিস্ময়ে] ও কি !

দাস। ধর্ম্ম টর্ম্মর খোঁজ নাহি রাখি ;
তবে old কৃষ্ণের বিষয় কিছু কিছু জানি ;
পড়া গিইছিল ছেলেবেলায় মহাভারতখানি।

বৃহ। মনে আছে বইখানার দু একটা শ্লোক ?

দাস। না, তবে যা বুঝি—কৃষ্ণ অতি পাকা লোক

ছিলেন। Political economy পড়া ছিল।
আর যদিও তাঁর amours একটু অশ্লীল
(বোধ হয় পড়ে' যেরূপ জয়দেবের diction),
But I have read worse things in
Reynolds' fiction.
And, I trust যে জয়দেব ছিলেন, Reynolds ভায়ার
সমান great or even a much greater liar)
আমার কৃষ্ণের উপর আছে respect immense, আর
In philosophy, he would lick Herbert Spencer
আর politics চাই—আমার বিশ্বাস যে,
He would beat, Bismark or Gladstone anyday.

কল্কি। [বৃহস্পতিকে] কি বলে এ ?—অধিকাংশই গেল
না ক বোঝা,
ফেঁদে ফেল্লে উড়োতর্ক, নিয়ে এমন সোজা
বিষয়।

বৃহ। হচ্ছে না সে কথা, এখন রাখ সব ব্যাখ্যান ও ;
শ্রীকৃষ্ণকে কি হে তুমি ঈশ্বর বলে মানো ?

চতু। তা মানি না ; মানি তাঁর বুদ্ধি বড় ছিল সাফ, আর
He was a great politician ও ফিলসফর।
And a wee bit spoony on the fair six—হাঁ মানি এ

বিষ্ণু। [না বুঝিয়া]—
কেন গোলযোগ কর যা মানো না তা নিয়ে—

বৃহ। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি সমাজ করে' 'হুট'
কেন দিলে একবারে বিলেতেতে ছুট ?

দাস। সমাজ 'হট' করিনি ক, বিলেত গিইছি বটে।
And I care a hang যদি সমাজ তা'তে চটে।
সে যা বলে শুন্তে হবে?—সমাজ যদি তবে
উঁচু দিকে চাইতে মানা করে, শুন্তে হবে।
আমরা reasonable men, আমরা sheep নই;
যে না বুঝে দশ জনে যা বলে, তাইই সই।
কি কারণ আছে, সমাজ কি কেউ বুঝিয়ে দি'ন,
যে বিলেত যাওয়াটা একটা গুরুতর sin;
যখন কোনই কারণ নেই, এ rule সমুদয়
চাষায় মান্‌তে পারে বটে, ভদ্রলোকে নয়।

বৃহ। আগে কারণ ছিল—

দাস। ব্যস্ এখন ত নেই, তবে,
Timeএর সঙ্গে সমাজকে মিলে চল্‌তে হবে।
কোন্ জিনিষ unchangeable আছে পৃথিবীর
Circumstances change কচ্ছে, সমাজ রবে স্থির?

বৃহ। রোস রোস অত বেশী হও না অধীর;
সমাজও চিরদিন এক থাকি নি ত বঙ্গে;
ক্রমেই পরিবর্ত্তন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে।
তুমি বেশী আগিয়ে গেলে সমাজে কি স'বে?
সমাজকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে হ'বে।

দাস। Excuse me বৃহস্পতি; বল্‌ছেন, কি তবে
যে এক সঙ্গে ত্রিশ কোটি বিলেত যে'তে হবে?

বৃহ। না না ক্রমে যাও—

দাস। Aden প্রথম বছরে?

পরের বছর Suez পরে Gibralter, পরে—

বৃহ। না না যাও সমাজের নিয়ে অনুমতি—

দাস। কার মত নিয়ে যাব, কে সমাজপতি?

ভাটপাড়া মত দিতে পারেন, নবদ্বীপ দেবেন না;

পিসে ঘরে নিতে পারেন, মেসো ঘরে নেবেন না।

পঞ্চাশ জন রাজা আজ হয়েছে যে দেশে।

বৃহ। [ভাবিয়া] প্রায়শ্চিত্ত কল্লে না ক কেন ফিরে এসে?

দাস। কিসের প্রায়শ্চিত্ত? theft, murderও করি নি।

কারুর wife seduce করে' নিয়েও আসি নি—

তবু দেখুন প্রায়শ্চিত্ত দরকার নাই

আসল এ Sin গুলোর জন্যে। প্রায়শ্চিত্ত চাই

মুর্‌গী আর শূকর খেলে, বিলেত গেলে চলে',

কিম্বা বাপ Cholera কি বাজ পড়ে' মলে'।

এ প্রায়শ্চিত্তের অর্থ যে কি পাইনেক খুঁজে,

এ প্রায়শ্চিত্তের value বা কি উঠিনি ও বুঝে—

এ Soeiety মান্‌বে কে? Priests রা সব চোর,

আর এ Society ও আজ rotten to the core.

কল্কি। [হতাশভাবে] আচ্ছা, এখন আন দেখি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকে।

বৃহ। [প্রহরীকে] ডেকে আন আস্‌তে চায় গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে কে?

[প্রহরীর প্রস্থান চতুরানন ও ভূতনাথ অন্য গোঁড়া হিন্দুগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ]

ধর্ম্ম। এঁরাই সব আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক,

এঁরা বাল্যে পাঁটাহারী, যৌবনে গোভক্ষক,

বার্দ্ধক্যে তপস্বী ; এবং ধরি' হরি মালা,
সুরু করেন ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের পালা।
যতই ঘরেতে কন্যা বাড়ে এঁদের ক্রমে,
ততই হিঁদুয়ানিটা আসে এঁদের জমে'।
এঁদের যেমন নানামত সুবিধা বিশেষে,
ভিন্ন সময় প্রকাশ এঁরা হন নানাবেশে ;—
এঁদের মাথায় বাল্যে তেড়ী, ক্রমে বারাঙ্গনা,
শেষে চৈতন্ ;—করেন তখন ধর্ম্ম আলোচনা।
এঁরা শাস্ত্রজ্ঞানে ঢুঁঢুঁ বটে ; কিন্তু তার
গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারে এক এক ঢিটিকার।
এঁরা ঘটান্—'গীতা' এবং 'স্পেন্সর' কোরে পাঠ
বৈজ্ঞানিক জগতে এক:তুমুল বিভ্রাট।
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষকগণে করিলাম পেষ
ধর্ম্মষণ্ড, অশ্ব-অণ্ড, ভণ্ড—

বন্দিগণ। আহা বেশ।

বৃহ। ভো ভো ধর্ম্মনেতৃগণ প্রচার কর কোন ধর্ম্ম ?

[সকলে] সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

বৃহ। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেতে তোমরা কি জানো ?

[সকলে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের
মুখতাকাতাকি করিতে লাগিলেন]

চতু। সত্যি কথা—শাস্ত্র ফাস্ত্র বড় এক খানও
পড়িনিক ; সংস্কৃতের জ্ঞান ও অস্পষ্ট ;—
তবে, ফরাসেতে বসে', বিনে বেশী কষ্ট,
পাছড়িয়ে গোঁফ মোড়া দিয়ে, হুঁকো টেনে,

গীতার দু এক পাত উল্টে, পুরাণ একটু জেনে,
যত দুর হয়—দেশের হিঁদুয়ানি রাখি ;
অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য সময় দেওয়া ফাঁকি ;
আর আমরা বার করেছি 'আধ্যাত্মিক', এক শব্দ,
যার কাছে মুর্‌গীভক্ষী হিঁদুরা খুব জব্দ

বৃহ। তুমি তা খাও না ?

চতু। [মাথা চুল্‌কাইয়া] এঁ্যা যখন দাঁত ছিল শক্ত,
মেয়েও হয়নি এতগুলো, গরম ছিল রক্ত,—
খেতাম নাক বল্লে মিছে কথা বলা হয় ;
এখন খাইনে—বল্‌তে পারি এ কথা নিশ্চয়।

বৃহ। প্রচার কর হিঁদুয়ানী কি রকম স্থূল

চতু। বলি 'হিঁন্দুরাই সব আর সবাই মূর্খ'

বিশ্বা। কেউ সেটা বুঝল নাক এইটেই যা দুঃখ ;

বৃহ। তোমার মত কি বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে ?

চতু। একবারে চটে' যাই তার নাম গন্ধে—

বৃহ। কেন ?

চতু। এও কি একটা কথা—তাদের আপনাদের পাপে,
তাদের স্বামী যদি মরে—সেই মনস্তাপে
তাদের উচিত কাজ হচ্ছে চিরকাল কাঁদা ;
তাদের উচিত নিষ্কাম হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য সাধা ;
তাদের উচিত যে যা দেবে খাওয়া তাই নিয়ে ;
তাদের উচিত এয়ো স্ত্রীদের সেবা করা গিয়ে ;
[illegible] বাতাস করা, তাদের চুল বাঁধা,
ঝাঁট্ দেওয়া, বাসন কুসন মাজা, ভাত রাঁধা—

বৃহ। পুরুষরা বিয়ে করে দশবার যে—

চতু। তা জানি,

তা'তে তা'দের ধর্ম্মের কিন্তু হয় নাক হানি।

পুরুষ বিয়ে করে বোলে—এও কি একটা প্রমাণ

হোল মশয় ? পুরুষ আর স্ত্রীলোক কি সমান ?

পুরুষের গোঁফ আছে ; স্ত্রীলোকের আছে ?

স্ত্রীলোক কি বিষয়ে লাগে পুরুষের কাছে ?

বিশ্বা। বটে ; এমন—ওর নাম কি—ক্ষমা সহকারে

সাহেবের পদাঘাত হজম কর্ত্তে পারে ?

বেশ্যার বিরস বাক্যগুলি ফিরে রাত দুপরে

বয়ে' এনে ঝাড়্তে পারে সতী স্ত্রীর উপরে ?

এমন সুন্দর ঘোঁট কত্তে পারে জোট হ'য়ে ?

বোতল পার কর্ত্তে পারে ? কি কোন সময়ে

পুরুষের সমান ছিল সাহসে কি দৌড়ে ?

দেখুন যখন ১৭ জন তুরকসেয়ার গৌড়ে

প্রবেশ কল্লে তখন লক্ষ্মণ সেন যেমন ছাড়্তোকে

—চম্পট দিলেন কচুবনে, স্ত্রীলোক হলে' পার্ত্ত কি ?

বোধ হয় না ; দাঁত কপাটিই যেত তার লেগে,

অন্ততঃ পলা'তে পার্ত্ত না সে অত বেগে।

কল্কি। [সহাস্যে] তুমি চুপ কর সবতা'তেই ফাজলামি

বিশ্বা। [কুঁকড়িয়া] নানা যেটা সত্যি কথা তাই বল্‌ছি আমি

কল্কি। আচ্ছা, দেখি [ভুতনাথকে] তুমি কেহে ?

ভূত। [গম্ভীররবে] স্বদেশহিতৈষী।

বৃহ। বয়স ?

ভূত। ঐ চতুরই প্রায় সমানই বয়সী।

বৃহ। কি কাজ কর?

ভূত। প্রতি হপ্তা দিবারাত্র ধরি'

খেটে খেটে ধর্ম্ম রাখি—দেশ উদ্ধার করি—

বৃহ। শুনি—তুমি দেশ উদ্ধার কর কেমন করে'

ভূত। [গম্ভীর স্বরে] কলমের জোরে প্রভু কলমের জোরে—

একখানি সাপ্তাহিক ভালো কাগজ চালাই—

বিদ্যা। সময় বুঝে লড়ি এবং সময় বুঝে পালাই—

ভূত। আমি একজন ভয়ঙ্কর বীর মসীযুদ্ধের—

বৃহ। [সাশ্চর্য্যে] কলমের জোরে কভু দেশ হয় উদ্ধার!

গ্রীসরোম কি মসীযুদ্ধে হল বলীয়ান্?

কতলোক দেশের জন্যে দিয়ে গেল প্রাণ—

ভূত। তা সে শীতের দেশে বোধ হয় পরে', জুতোমোজা

দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া অনেকটা সোজা।

এখানে এ গরম দেশে প্রাণদান করা

সোজা বুঝি—প্রথমতঃ ঘেমেই হবে মরা—

কল্কি। বোঝা গেছে—হিন্দুধর্ম্ম মানো?

ভূত। মানি বৈ কি

দেখুন আমি দেখ্‌তে ঠিক হিন্দুর মত নই কি?

সেই রকম চেহারা—সেই রঙের বাহার;

সেইরকম ভুঁড়ি, করে' আধ্যাত্মিক আহার;

সেই রকম গড়ন, ও সেই রকম স্বভাব,

গলায় মালা, মাথায় টিকী, বলুন কিসের অভাব?

কল্কি। হিন্দুধর্ম্মটা যে রাখ, কি রকম শুনি!

বিদ্যা। [সকৌতুহলে] হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বেশ, শুনুন কি বলেন উনি

ভূত। গালি দেই ইংরেজ, ব্রাহ্ম, ও বিলেত ফের্ত্তাকে।
বিদ্যা। তাতে তারা সব বাসায় গিয়ে ম'রে থাকে—
[বৃহস্পতিকে] শুন্‌লেন উনি এই রকমে হিঁদুয়ানী রাখেন
—জিজ্ঞাসা করুন ত উনি গুলি খেয়ে থাকেন
কিনা ?
বৃহ। [ভূতনাথকে] গুলি খাও ?
ভূত। না:
বিদ্যা। গাঁজা, চরস ?
ভূত। না না—
বিদ্যা। মিছে কথা কইলে ভাই ?—আমার কি নেই জানা ?
একসঙ্গে—ওর নাম কি—আমরা সব খেইছি—
আমার সামনে মিছে কথা ?—ছি: ভূতু—এই:—ছি:।
কল্কি। বোঝা গেছে—[স্বগতঃ]তা দোষ কি আমার শ্বশুর খানও
[প্রকাশ্যে] আচ্ছা—এখন দেখি সব পণ্ডিতদের আনো।
[প্রহরীর প্রস্থান ও পণ্ডিতগণ সহ পুনঃ প্রবেশ]
ধর্ম্ম। এঁরা সেই আর্য্যঋষির বংশধরগণ ;
রচেছিলেন যাঁরা বেদ, পুরাণ, দরশন।
এঁরা দীর্ঘ টিকীশালী ; নামাবলিধারী ;
ধূম্রপায়ী ; ফোঁটাবান্ ; ও দুগ্ধ ফলাহারী।
এঁদের অমায়িক ভুঁড়ি সগৌরবে দোলে,
নন্দের নন্দন যথা যশোদার কোলে।
জীবনের সারকর্ম্ম—এঁয়াদের জ্ঞান—
নস্য নেওয়া ; কড়িবাঁধা হুঁকোয় ধূমপান ;
কভু পৈতা কাণে দেওয়া ;—এবং তা ছাড়া—

ফোঁটা কাটা ;—আর মাঝে মাঝে টিকী নাড়া।
পৃথিবী যে সভ্যতর হয় রোজ রোজ,
এঁয়াদের কার্য্য নহে রাখা তার খোঁজ।
এঁদের কার্য্য অতি সোজা—দু একটা শ্লোক,
পাণিনি মুখস্থ কোরে—এঁরা জ্ঞানীলোক।
এঁদেরই প্রসাদে সব শাস্ত্রের অপমান ;
বেদ, পুরাণ, ঈশ্বর, ধর্ম্ম গড়াগড়ি যান ;
হোল বেদ নীতি স্মৃতি—ফোঁটা আর টিকী ;
মুরগী আর প্যাঁয়াজ, তুড়ি, হাঁছি ও টিকটিকী।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে এই করিলাম পেষ—
গোলাকার, টিকি মালা সার—

বন্দিগণ [সমস্বরে] আহা বেশ

বৃহ। এঁরাই পণ্ডিত ?—[স্বগতঃ] ইঃ কি জবর ফোঁটা—
বুকে, নাকে, হাতে, কাণে—সরু এবং মোটা
গায়ে জবর নামাবলি—গলায় আবার মালা ;
আর এত বড় টিকী দেখেছে কোন্—
শাস্ত্র জানে ?—বৃহস্পতি করত জিজ্ঞাসা ;
দেখে হচ্ছে বোধ—এরা ভয়ঙ্কর চাষা।
[প্রকাশ্যে] ভোঃ পণ্ডিতপুঞ্জ—তোমরা শাস্ত্র ফাস্ত্র জানো ?

সকলে। জানি। হাঁঃ তা আর জানিনে ?—হঃ বেদ পুরাণ—ও—
সব মুখস্ত।

কল্কি। দুটো শ্লোক বলত বেদ থেকে

চূড়া। ন্যায়রত্ন বল ত হে একটা ভাল দেখে

ন্যায়। শ্লোক ?—তাই ত—অঁহঃ—বল নাহে শিরোমণি !

শিরো। শ্লোক?—বেদ থেকে—আঃ হচ্ছে না যে মনে—
শ্লোক? [মস্তক কণ্ডূয়ন]
কল্কি। দেখ যদি বেদ গিয়া থাক ভুলে
একে একে তোমাদের চড়াব সব শূলে।
বিদ্যা। [লম্ফদিয়া] ওরে বাবা—ও শিরোমণি—বলে কিগো? বাবা
এবার দেখ্ছি সবাই তোমরা জাহান্নমে যাবা।
এত দিন খেয়েছ বোসে চাল আর কেলা;
নেও তার ঠেলা, এখন নেও তার ঠেলা।
[তর্করত্নকে] বলি ও তর্কচঞ্চু আয় না চলে কাছে;
বল্‌না একটা শ্লোক;
তর্ক। আরে মনে কি ছাই আছে?
বিদ্যা। বলি ও স্মৃতিরত্ন ও চূড়ামণি চাচা,
একটা শ্লোক বোলে ভাই এইবারটি বাঁচা।
কল্কি। তোমাদের মধ্যেতে কে পণ্ডিত প্রধান?
বৃহ। —অর্থাৎ চাল কলা টলা সব কে বেশী খান?
সকলে। ঐ শালা [পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন, পরে চূড়ামণিকে দেখাইয়া] না-না মশায়—ঐ কালো বুড়ো
যার মাথায় সবার চেয়ে দেখ্‌চেন লম্বা চুড়ো।
কল্কি। [হাসিয়া] বটে চূড়ামণি! তুমিই প্রধান সবার
চূড়া। কোন্ শালা প্রধান, প্রভু, ধর্ম্ম-অবতার।
কল্কি। হাঁ তুমিই প্রধান, তোমায় শ্লোক বল্‌তে হবে।
চূড়া। শ্লোক?—আচ্ছা শ্লোক বলি দু একটা তবে।
"খনা বলে চাচি
বাড়ি থেকে বেরোতে যদি পড়ে হাঁচি।

বেরিও না বাবা;

বেরও যদি, একবারে জহান্নমে যাবা।"

সকলে। বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ।

কল্কি। বা শাস্ত্র। [ন্যায়রত্নকে] তুমি একটা শ্লোক বল দেখি,

ন্যায়। [নাক চুলকাইতে চুলকাইতে]

শ্লোক?—তাই ত—বলি একটা উদ্ভুট্টি শাস্ত্র থেকে

"জীবনের সার বস্তু টিকী,

থনা বলে রাখ আর নস্য নেও দেখি,

পরে দেও মাঝারি রকমের এক লাফ;

দেখ্‌বে বুদ্ধি হয়ে যাবে অনেকটা সাফ"

বিদ্যা। সাবাস্ সাবাস্ বেঁচে থাক মোর বাপ্।

কল্কি। [সহাস্যে] দেখ তোমাদের ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যান

শুনে, একবারে আমার ঠাণ্ডা হ'ল প্রাণ।

ভেবেছিলাম শাস্তি দিব—কাউরে শূন্যে তুলে

আছাড় দিব; কাউরে বা চড়াইব শূলে;

গদাঘাতে কারো কর্ব্ব মস্তক বিচূর্ণ;

—কিন্তু দেখছি সব ঘোর হাস্যরসপূর্ণ;

তাই ভেবে চিত্তে সবায় করিলাম মাফ

অতএব তোমরা একটা দিতে পার লাফ।

[সকলের সোল্লাসে লম্ফপ্রদান ও নৃত্য]

ধর্ম্ম হক্, সত্য হক্—যে টুকু তার মধ্যে

হাস্যকর আছে—সেটা গদ্যে কি পদ্যে

হাসা কিছু মন্দ নয়—ধর্ম্ম তায় কি ক্ষয়ে যায়?

তার যেটা সত্য সেটা চিরকালই রয়ে যায়

হাসি মানেই গাল' নয়—এরূপ হাস্য মন্দ কি!
সকলে। বটেই ত বটেই ত, তাতে আবার সন্দ কি?
কল্কি। সমাজটাও কতক বিলাতি কতক দেশী
দাঁড়িয়েছে একটু খানি হাস্য কর বেশী
—তার বিষয় বল্‌তে গেলে প্রহসনই হয়ে যায়
সকলে। হলেই বা প্রহসন তাতেই বা কার বয়ে যায়
কল্কি। বিলেত ফেরত, নব্য, ব্রাহ্ম, গোঁড়া, পণ্ডিত হাঁদা,—
যেন সব বানর, মর্কট, বিড়াল, কুকুর, গাধা।
বানর যেন লঙ্কারম্ভা—দিয়া লম্ফ যোজন
পেয়েছেন যা—গাছে চড়ে' করিছেন ভোজন।
মর্কটটী লম্ফ দিতে অসমর্থভাবে—
কচ্চেন কিচিমিচি—অর্থ—"আচ্ছা দেখা যাবে—
লম্ফ দিতে পারি নাই বটে, এটা মানি,
কিন্তু ওসব আমরাও কতক পারি—আমরাও জানি।"
কুকুর নীচে বৃথা কর্চ্চেন 'ভেউ ভেক্ ভেক'—
ওঁরা দাঁত খিচোন, অর্থ—"কেন কর দেক্"।
বিড়াল এদিক ওদিক ঘুরে কর্চ্চেন 'মেউ মেউ'
আর অর্থ "মাছ ত কৈ দিলে না ক কেউ"।
গর্দ্দভ ঘাস খেতে খেতে, কাণ তুলে চা'চ্চেন,
অর্থ ব্যাপার খানাটা কি?—আবার ঘাস খাচ্ছেন।
সমাজটাত এই রকম দাঁড়িয়েছে ভাই;
কারুর সঙ্গে কারুর বড় মতের তফাৎ নাই;
সকলেই সমান নিজের আহারটি খোঁজেন
আর ভালো আহারটি কি,—তাও বেশ বোঝেন।

তথাপি এ দিন রাত সদাই খিচির খিচির,
ঘুস ঘুস্, ফিস্‌ফিস্ এবং কিচির মিচির ;
আমার 'রায়' তোমরা এখন ওসব গিয়ে ভুলে,
একবার কোলাকুলি কর প্রাণ খুলে।

[সকলে কোলাকুলি করিলেন]

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টি'কে থাকে
বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজকে রাখে।
খাওয়া, শোওয়া, পরা, নিয়ে কেন ঘুষোঘুষি
সেটা কর বাড়ি গিয়ে যা'র যেমন খুসী—
জাতি রাখতে চাও—থেকো এই সত্য ধরি'—
ভুলো নাক মনুষ্যত্ব স্বদেশ ও হরি।
—এখন একটা গান গাও দেখি সবাই মিলে
যাতে বুঝ্‌ব দলাদলি করা ছেড়ে দিলে।

সকলের গীত।

না: এ জীবনটা কিছু না:
শুধু একটা ঈ: আর একটা উ: আর একটা আ:
এ ছাড়া জীবনটা কিছু না:
সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;
এ সব কোরো নাক খাসা, বোসে থাক
ভায়া ছড়িয়ে দিয়ে পা: ;
আর বল 'জীবনটা কিছু না:'।
কেন চটাচটি আর রোষারোষি,
আর গালাগালি আর দোষাদোষী?

কর হাসাহাসি ভালবাসাবাসি
আর বসে' গোঁফে দাও তাঃ ;—
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ' ;
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।
ছেড়ে দাঁতাদাঁতি আর হাতাহাতি,
আর চুলোচুলি আর লাথালাথি,
আর গুঁতোগুঁতি, আর জুতোজুতি,—
কর চুমোচুমি—সার যাঃ,
হ'য়ে মুখোমুখি, হ'য়ে বুকোবুকি,
হ'য়ে খোলাখুলি, কর কোলাকুলি;
প্রেমে ঠেসাঠেসি বোস ঘেঁষাঘেঁষি—
যেন শীতে বিড়ালের ছাঃ ;—
নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।
এত বকাবকি, চোখ-রাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়-ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই'
আর সদাই 'বাপ্‌রে মাঃ' ;
ছেড়ে কিচিমিচি আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায়!—উহু—উহু'
প্রাণের সার যাহা কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ ;
তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

[যবনিকা পতন]

সমাপ্ত।